দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:7 Issue:48 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ● ২৮ অক্টোবর ২০২২ ● ১০ কার্ত্তিক ১৪২৯ ● শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

আইমা সুপ্রিমো দিলেন শান্তির বার্তা

মাস তিনেক আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঞ্চনপুরে একটি ধর্মীয় জলসাকে কেন্দ্র করে ফুরফুরা শরীফের এক পিরজাদার ভক্তদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের বচসা হয়। ওই পিরজাদাকে কাঞ্চনপুরে জলসা করতে বাধা দেওয়া হয় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে। সেই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই ওই পিরজাদা এবং তাঁর ভক্তরা আইমার ওপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন। দোষারোপ করতে শুরু করেন আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান এবং আইমার কর্মীদের।

» বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

কালীমূর্তি ভেঙে মুসলিমদের ঘাড়ে দোষ

পুলিশি তৎপরতায় উঠে এল আসল তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডায়মন্ড হারবারে কালীমূর্তি ভাঙায় উঠে এল নতুন তথ্য। ঘটনার মোড় ঘুরে গেল অন্যদিকে। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবারের ঘটনা কোনও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ঘটনা নয়। যারা কালী প্রতিমার মূর্তি তৈরি করেছিল তারাই সেই মূর্তি ভেঙে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল। কালীমূর্তি ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও উস্কানিমূলক পোস্ট চোখে পড়ছিল কয়েকদিন ধরেই। গেরুয়া শিবির এই ঘটনাতে রাজনৈতিক রঙ চড়াতে উঠেপড়ে লেগেছিল। সমগ্র ডায়মন্ড হারবারজুড়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তির একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। অবশেষে পুলিশের তৎপরতায় দোষীরা ধরা পড়ল। নিজেদের দোষও স্বীকার করেছে তারা।

ঘটনার সূত্রপাত কালীপুজোর আগের দিন রাতে। ডায়মন্ড হারবারের রামনগর থানার অন্তর্গত নূরপুর পঞ্চায়েতের অধীন মুকুন্দপুর গ্রামে ঠাকুর তৈরি করে প্রহ্লাদ সরদার। তার দুজন সঙ্গী তার ভাই প্রতাপ সর্দার ও পুষ্পেন্দু বেরা এই কাজে তাকে সহযোগিতা করে। স্থানীয় একটি পুজো কমিটির সদস্যরা দিনকয়েক আগেই কালী প্রতিমা কেনার জন্য প্রহ্লাদদের অগ্রিম বায়না দিয়েছিল। কিন্তু কমিটি তাদের মনোমত প্রতিমা না পাওয়ায় বরাত বাতিল করে দেয় এবং বায়নার টাকা ফেরত চায় প্রহ্লাদের। টাকা ফেরত দিতে না পেরে রাতের অন্ধকারে প্রহ্লাদরা চারটি কালীমূর্তিতে ভাঙচুর চালিয়ে সেগুলো বিকৃত করে ফেলে। তারপর সহানুভূতি আদায়ের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ দোষ চাপিয়ে দেয়। এমনকী আশপাশের মানুষের কাছেও এই মিথ্যা গল্প ফাঁদে যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা কালী প্রতিমা ভেঙে দিয়েছে। তাদের বানানো গল্প বিশ্বাসও করে স্থানীয় মানুষজন। আর এই বিষয়ের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে মাঠে নেমে পড়ে গেরুয়া শিবির। তারা হম্বিতম্বি শুরু করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। তাদের প্রতি তীব্র বিষোদগার করে বলেও অভিযোগ। পাশাপাশি মূর্তি ভাঙার ছবি তারা সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে সাময়িক উত্তেজনাও তৈরি হয় এলাকাজুড়ে। তবে পুলিশি তৎপরতায় বড়সড় অশান্তির হাত থেকে রক্ষা পায় ডায়মন্ড হারবারের ওই অঞ্চল।

এই ঘটনায় দোষীরা নিজেদের দোষ স্বীকার করায় গেরুয়া শিবিরের নেতারা এখন মুখ লুকানোর জায়গা পাচ্ছে না বলে কটাক্ষ করেছেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। গোটা ঘটনার পিছনে গেরুয়াবাহিনীর হাত আছে বলে দাবি করেছেন তাঁরা। তাঁদের স্পষ্ট অভিযোগ, আরএসএস-এর মদতেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্তরা। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়ানোর জন্যই এই নোংরা চক্রান্তের জাল বোনা হয়েছিল বলে শাসকদলের নেতাদের আরও অভিযোগ।

এদিকে যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছে, তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের সুপার ধৃতিমান সরকার বলেছেন, "সমাজমাধ্যমে যারা এই ঘটনা নিয়ে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রকাশ করেছিল সেই সমস্ত বক্তব্য এখনই যদি মুছে দেওয়া না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" বাংলার রাজনীতিতে গেরুয়া শিবির দীর্ঘদিন ধরেই হুল ফোটানোর চেষ্টা করলেও এখনও তেমনভাবে হালে পানি পায়নি তারা। তবে ঘুরপথে তারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরির নানা অপকৌশল করছে বলে অভিযোগ বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের। এর আগেও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বেশ কিছু ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল গেরুয়া শিবিরের নেতাদের। ডায়মন্ড হারবারের ঘটনাও তাদের একটি রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা, অভিমত শাসক-সহ রাজ্যের অন্যান্য বিরোধী দলগুলির। তাই এদের থেকে সাবধান হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির নেতারা।

এক ঝলকে

ঘড়ি জানিয়ে দেবে ক্যান্সার

● শরীরের ক্যান্সারের জীবাণু রয়েছে। ১২ বছরের মেয়ের মারণ রোগের কথা জানিয়ে দিল ঘড়ি! বিশ্বের আইটি জায়ান্ট অ্যাপল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বদা নতুন আপডেট দিয়ে চলেছে। অ্যাপল ওয়াচ ফিচারের ক্ষেত্রেও আপডেট দিচ্ছে। অ্যাপল ওয়াচ শুধুমাত্র প্রযুক্তি নয়। এটি এখন বহু মানুষের জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রেও উল্লেখ যোগ্য হয়ে উঠছে। অ্যাপল ওয়াচ অসংখ্যবার বহু ব্যবহারকারীর জীবন বাঁচিয়েছে। এবার এই ঘড়ি জীবন বাঁচিয়েছে ১২ বছরের একটি মেয়ের। ঘড়িটি মেয়েটিকে অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দনের বিষয়ে সতর্ক করেছিল। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করার পর মেয়েটির ক্যান্সার ধরা পড়ে। অ্যাপল ওয়াচ ক্রমাগত ১২ বছর বয়সী ইমানি মাইলসের অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন শনাক্ত করছিল।

» বিস্তারিত ২-এর পাতায়

কিছুতেই বাংলা ভাগ নয়

● বছর শেষ হতে না হতেই পঞ্চায়েত ভোটের দামামা বেজে যাবে। আগামী বছর মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে ভোট হতে চলেছে পঞ্চায়েতে। তাই হাতে সময় প্রায় নেই বললেই চলে। এর মধ্যে বিরোধীদের বিশেষ করে বিজেপি-র ধর্মীয় মেরুকরণ ও কুৎসার রাজনীতিকে প্রতিহত করাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের। পঞ্চায়েত প্রস্তুতিতে তাই ধর্মীয় মেরুকরণ নয়, উন্নয়নকে মাথায় রেখেই প্রচারে নামতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিশেষ করে মালদহ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত এইভাবেই প্রচারে ব্যস্ত থাকবে তৃণমূল নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় এই চ্যালেঞ্জটাই নিয়েছেন বুথ নেতৃত্ব থেকে ব্লক নেতৃত্ব পর্যন্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি জোর করে বঙ্গভঙ্গ করতে চাইছে। উত্তরবঙ্গকে আলাদা করতে চাইছে। প্ল্যান বি হিসেবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার কথা ভেবে রেখেছে তারা।

» বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

মঙ্গলে জলের সন্ধান মিলল

● মঙ্গল গ্রহে জীবনের সন্ধানের খোঁজে আজও হন্যে হয়ে ঘুরছেন পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তার আগে তাঁরা নিশ্চিত করতে চাইছেন মঙ্গলে জল ছিল কি না। এরই মধ্যে নানা বিজ্ঞানী নানা মত দিয়েছেন। তবে সম্প্রতি গবেষণা রিপোর্টে উঠে এসেছে মঙ্গলে রয়েছে তরল জল। জলের স্রোত বইছে মঙ্গলে। ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরছে তাঁদের গবেষণায়। ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় জানিয়েছেন, রাডার ব্যাতীত অন্য ডেটা ব্যবহার করে তাঁরা জানতে পেরেছেন মঙ্গলের দক্ষিণ মেরুতে বরফের নীচে তরল জল রয়েছে। তাঁরা সেই প্রমাণ পেয়েছেন মঙ্গলে। এখন পর্যন্ত এই গবেষণা মঙ্গলের জলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে মনে করা হচ্ছে।

» বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

হিজাব পরা মহিলাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী চান ওয়েইসিও

নিজস্ব প্রতিনিধি: একজন হিজাব পরা মহিলাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান আসাদুদ্দিন ওয়েইসি। এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েইসি সম্প্রতি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁর এই ইচ্ছার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন হঠাৎ এমন কথা বললেন ওয়েইসি। ব্রিটেনের কুর্সিতে সংখ্যালঘু হিন্দু বসেছেন বলেই কি তিনি এমন মন্তব্য করলেন?

মিম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বিজাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচার চালাচ্ছেন। তাঁর দল এই নির্বাচনে চারটি ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ওয়েইসি বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছিলেন। প্রচারের অংশ হিসেবে তিনি একটি রোড শোও করেন। তারপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তাঁর বাসনা ব্যক্ত করেন। সম্প্রতি ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সংখ্যালঘু হিন্দু ঋষি সুনক। তারপরই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন মহিলাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন ওয়েইসি। এর আগে জম্মু-কাশ্মীরের পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি দাবি করেছিলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবার একজন সংখ্যালঘুকে দেখতে চাই।

আসাদুদ্দিন ওয়েইসির এই মন্তব্যের পর পাল্টা দিয়েছে বিজেপিও। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা পাল্টা জানান, কবে হিজাব পরা মহিলাকে পার্টির প্রধান করবেন মিম প্রধান, সেটা আগে ঠিক করুন। তারপর হিজাব পরা মহিলাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখার স্বপ্ন দেখবেন। যদি দলের প্রধান হিসেবে কোনও হিজাব পরিহিতা মহিলাকে না দেখা যায়, তাহলে কী করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখবেন।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

ভারত জোড়ো যাত্রায় স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে ঢোল বাজালেন রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানার নারায়ণপীঠে। তিন দিন দেওয়ালির বিরতির পর ফের শুরু ভারত পরিক্রমা।

মিশন ২৪-এ বিরোধী ঐক্যে শান

রাহুলের 'পরিক্রমা'য় শরিকদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: মিশন ২৪-এ বিরোধী ঐক্যে শান দেওয়ার কাজ রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা থেকে শুরু হয়ে গেল। তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে যে পদযাত্রার সূচনা হয়েছিল তা এখন কর্নাটকে অবস্থান করছে। কাশ্মীর পর্যন্ত পদযাত্রায় হাঁটবেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করবে আগামী মাসেই। সেখানে দেখা যাবে বিরোধী ঐক্যের ছবি।

শুধু শারদ পাওয়ারের এনসিপিই নয়, রাহুলর ভারত পরিক্রমায় শামিল হবেন শিবসেনার নেতারাও। ২০২৪-এর নির্বাচন তো বটেই, তার পাশাপাশি ওই বছরেই মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচন। তার আগে মহা বিকাশ আগাড়িকে আরও সুদৃঢ় করতে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় হাঁটবেন শারদ পাওয়ারের এনসিপি ও উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনাও। মিশন ২৪-এর সঙ্গে মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচনকে টার্গেট করে শরিকি ঐক্যে শান দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ময়দানে নেমে পড়ছে এনসিপি ও শিবসেনা। কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুই দলের নেতারাও হাঁটবেন ভারত জোড়ো যাত্রায়। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে পা মেলাতে পারেন এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার ও শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরেও। আপাতত ঠিক হয়েছে মহারাষ্ট্রে ভারত জোড়ো যাত্রা প্রবেশ করলেই এনসিপির তরফে শরদ-কন্যা সুপ্রিয়া সুলে ও শিবসেনার তরফে উদ্ধব-পুত্র আদিত্য ঠাকরে যোগ দেবেন।

মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চৌহান এনসিপি ও শিবসেনার উদ্ধব গোষ্ঠীকে নিয়ে শরিকি ঐক্য গড়ে তুলতে চাইছেন। এবং তার প্রদর্শন করতে চইছেন রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রার মাধ্যমে। আলোচনা চলছে, এই বিরোধী ঐক্যকে কীভাবে আরও জোরদার করে দেখানো যায়। তাই শারদ পাওয়ার ও উদ্ধব ঠাকরেকেও ভারত জোড়ো যাত্রায় শামিল করতে চাইছেন। সেই সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় শিবসেনার উদ্ধব গোষ্ঠী ও এনসিপির অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক মহল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে। কেননা এই তিন দলই ২০১৯ নির্বাচনের পর মহারাষ্ট্রে সরকার গড়েছিল। উদ্ধবের নেতৃত্বে মহাবিকাশ আগাড়ি সরকার গড়ে উঠলেও শিবসেনার অন্তর্কলহে পতন হয় জোট সরকারের। তারপরেও যে তিন দলীয় জোট অক্ষত রয়েছে। বিজেপির ষড়যন্ত্র ভেদ করে ফের তারা যে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, তা বোঝাতেই এই ঐক্যেক প্রদর্শন।

২০২৪-এর লোকসভা ও মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই নিজেদের বোঝাপড়া মজবুত করতে আগ্রহী কংগ্রেস, এনসিপি, শিবসেনা উদ্ধবশিবির প্রত্যেকেই। সেই কারণেই কংগ্রেসের কর্মসূচিতে পা মেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই দল। শরদ পাওয়ার জানিয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে রাহুল গান্ধী ভারত পরিক্রমা শুরু করেছেন। তাই কংগ্রেসের এই অভিযানে তাঁরা পা মেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রা ৭ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করবে। কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা গত ৭ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে ভারত জোড়ো যাত্রার সূচনা হয়। দেড়শো দিন ধরে চলবে এই পথ পরিক্রমা। ৩৫৭০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে অভিযাত্রীরা জম্মু-কাশ্মীরে পৌঁছবেন। ৭ নভেম্বর তেলেঙ্গানা থেকে অভিযাত্রীরা মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করবেন। মহারাষ্ট্রে ৩৮২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার কথা রাহুলের। রাহুলের দুটি বড় জনসভাতেও শরদ পাওয়ার ও উদ্ধব ঠাকরেকে হাজির করানোর চেষ্টা চলছে।

হিন্দুত্ববাদ নাকি ভোটের রাজনীতি

কেজরির মন্তব্যে বিতর্ক তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনেকদিন থেকেই অভিযোগ উঠছিল, তিনি হলেন আরএসএসের ভাবশিষ্য। এবার নিজেই খানিকটা সেই দাবিতে সিলমোহর লাগলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সম্প্রতি অরবিন্দ কেজরিওয়াল ভারতীয় টাকায় হিন্দুদের দেবদেবী লক্ষ্মী-গণেশের ছবি ছাপার অদ্ভুত আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে। যা নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বিরোধী দলগুলো একযোগে তুলোধোনা করেছে আম আদমি পার্টির প্রধানকে। একধাপ এগিয়ে কংগ্রেস তাঁর দলকে আরএসএস ও বিজেপি বি-টিম বলে কটাক্ষ করেছে।

ঠিক কী ঘটেছিল? সম্প্রতি আম আদমি পার্টির প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানিয়েছেন, অর্থনীতির হাল ফেরাতে টাকায় গণেশ ও লক্ষ্মীর মূর্তি ছাপা হোক। তাতে নাকি দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী হবে। তাঁর দাবি দেশে নতুন করে যেসব নোট ছাপানো হবে, তার একদিকে মহাত্মা গান্ধীর ছবি আর অন্যদিকে লক্ষ্মী এবং গণেশের ছবি রাখতে হবে। তাতে নাকি দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে বলেই মত কেজরিওয়ালের। তবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিতে ফাঁপরে পড়েছে বিজেপি। আসন্ন গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের আগে হিন্দুত্বের তাস খেলে বিজেপিকে বেকায়দায় ফেলার জন্যই কেজরি এমনটা করেছেন বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। তবে খড়গপুর আইআইটিতে পড়া শিক্ষিত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এহেন মন্তব্যে যারপরনাই ক্ষুব্ধ দেশের বিশিষ্টরা। তাঁদের অভিযোগ, অরবিন্দ কেজরিওয়াল বরাবরই আরএসএসের ভক্ত। এতদিন গোপনেই চলছিল তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা দেখানোর পালা। এবার প্রকাশ্যে হিন্দুত্বের তাস খেলে নিজের মুখোশ উন্মোচন করলেন তিনি। অন্যদিকে সমাজ বিশ্লেষকদের পাশাপাশি মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, ভারত একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধানে কোনও ধর্মকে আলাদাভাবে প্রাধান্য দেবার কথা বলা নেই। তা সত্ত্বেও অরবিন্দ কেজরিওয়াল কীভাবে হিন্দু ধর্মের দেবদেবীদের ছবি টাকায় রাখার কথা বলতে পারেন? যেখানে সব ধর্ম, বর্ণ, জাতির মানুষ দেশে ছাপানো একই মুদ্রা ব্যবহার করেন! দেশের বৈজ্ঞানিক মহলেও কেজরির মন্তব্য নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছে। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গিয়েছে। প্রযুক্তিকে করায়ত্ত করে চলছে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা। সেই জায়গা থেকে একটা উন্নয়নশীল দেশের একটি রাজ্যের উচ্চশিক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে এমন কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে পারেন? এমন প্রশ্নও তুলছেন কেউ কেউ।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

সুদূর বাংলাদেশ থেকে আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন সাকিল হাসান। আইমার সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরিফে তাঁকে স্বাগত জানান সংগঠনের সোশ্যাল মিডিয়ার সদস্য সেখ সাইফুদ্দিন, সাদ্দাম আলি খান এবং সেখ পাপাই। সাকিল হাসানের হাতে আইমার নামাঙ্কিত মেমেন্টো তুলে দেন তাঁরা।

কাচিন প্রদেশে জলসায় হামলা সেনার, নিহত ৬০

বার্মা: সরকারের বিরোধিতার চরম 'শাস্তি' মায়ানমারে। সংখ্যালঘু ও আদিবাসী বিদ্রোহী গোষ্ঠী অধ্যুষিত কাচিন প্রদেশে গানবাজনার আসরে আকাশপথে হামলা চালাল মায়ানমার সেনা। নিহত অন্তত ৬০ জন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন শিল্পী, শ্রোতা সকলেই। জানা গিয়েছে, মায়ানমারের কাচিন প্রদেশের ওই আদিবাসী বিদ্রোহী গোষ্ঠী জুন্টা সরকারের বিরোধিতায় সরব হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, তারই 'শাস্তি' দেওয়া হল। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নিন্দায় মুখর সকলে।

রবিবার কাচিন প্রদেশে বড়সড় এক জলসার আয়োজন করা হয়েছিল। সন্ধের জলসা দেখতে হাজির ছিলেন প্রচুর মানুষজন। কাচিনের সেনা অফিসার থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে। নামীদামি শিল্পীরাও যোগ দিয়েছিলেন জলসায়। মঞ্চে গানের সময় আচমকাই আকাশপথে চলে হামলা।

মায়ানমার

মুহূর্মুহূ বোমাবর্ষণ আর গুলির শব্দ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেশ কয়েকটি রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ে। বাকিরা প্রাণভয়ে পালাতে থাকেন। ততক্ষণে একে একে ৬০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। নিহতদের মধ্যে গায়ক, কি-বোর্ড বাদক, মঞ্চের পিছনে থাকা সহযোগীরা রয়েছেন।

আসলে মায়ানমার উত্তর পার্বত্য এলাকার কাচিন প্রদেশ মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত। এখানকার 'কাচিন ইন্ডেপেন্ডেন্ট অর্গানাইজেশন' নামে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে রবিবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানকার বিদ্রোহী সেনা ঘাঁটিতে। সেখানেই মায়ানমার সেনার এই হামলা। কেআইও জুন্টা সরকার বিরোধী, সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী। সেই কারণে আগাগোড়া সরকারের রোষানলে। রবিবার অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেখানে কেআইও-র সকলে সেখানে জমায়েত করেছিল।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে রাজা চার্লস সকাশে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক। রাজা তাঁর হাতে তুলে দেন শংসাপত্র।

ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কে পরিবর্তন আনাই লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের

লন্ডন: প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভুত হিসেবে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ঋষি সুনক! যে ইংরেজরা ভারতে ২০০ বছরের শাসনে পদদলিত করেছিল, সেই ইংরেজ শাসনের ভার এখন ভারতীয় বংশোদ্ভুত এক নেতার কাঁধে। এটা কম গৌরবের নয়। একইসঙ্গে ঋষি সুনক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রশ্ন উঠে পড়েছে, ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কে কি পরিবর্তন আসবে? ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক কোন পথে পরিবর্তন ঘটাতে পারেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, তা নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

ঋষি সুনকের ভারতীয় ঐতিহ্য এবং জাতিগত সংখ্যালঘু পটভূমিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি। ঋষি সুনক আদ্যান্ত একজন ইংরেজম্যান ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে ছিলেন। অবশেষে তিনি সেই দৌড়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। সেই ঋষি সুনক ভারত ও ব্রিটেনের সম্পর্কের পরিবর্তন করতে আগ্রহী।

ঋষি সুনক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এই দৌড়ে বলেছিলেন তিনি ভারত ও ব্রিটেনের সম্পর্ক পরিবর্তন করতে চান, যাতে ফের দ্বিমুখী বিনিময় শুরু হয়, তার ব্যবস্থা করতে চান তিনি। ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে ছাত্র ও কোম্পানিগুলির পারস্পরিক প্রবেশাধিকার খুলে দিতেও চান। অগাস্টে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান কনজারভেটিভ পার্টির সদস্যদের এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় ইয়র্কশায়ারের রিচমন্ডের বাসিন্দা ৪২ বছর বয়সি সুনক একথা বলেছিলেন। তিনি মুদ্রাস্ফীতির কঠিন সময়ে দেশকে উন্নত নিরাপদ ব্রিটেন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছিলেন।

উত্তর লন্ডনে কনজার্ভেটিভ ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া ডায়াস্পোরা সংস্থা দ্বারা আয়োজিত একটি ইভেন্টের সময় প্রাক্তন চ্যান্সেলর নমস্তে, সালাম, কেম চো এবং কিড্ডার ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শুভেচ্ছাসূচক শধ ব্যবহার করেন। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এভাবেই স্বাগত জানান। এমনকী তিনি হিন্দিতে বলেন, আপ সব মেরে পরিবার হো। অর্থাৎ আপনারা সবাই আমার পরিবার। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি জানি ভারত ও ব্রিটেনের সম্পর্ক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দুই দেশের মধ্যে সেতু গড়ে তুলতে আগ্রহী। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে তিনি একথা বলেছিলেন। এমনকী দু-দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়েও তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

সেইসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আমি নিশ্চিত করতে চাই যে আমাদের ছাত্রদের জন্য ভারত ভ্রমণ আবশ্যক। আমাদের কোম্পানি ও ভারতীয় কোম্পানিগুলির জন্য একসঙ্গে কাজ করা দরকার। এটা শুধুমাত্র একমুখী সম্পর্ক করলে হবে না, দ্বিমুখী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সেই পরিবর্তন আমি দু-দেশের সম্পর্কের মধ্যে আনতে চাই। এদিন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর ঋষি সুনক বলেন, আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি, আমাদের জন্য সেই প্রশ্ন অনিবার্য ছিল না। ব্রিটিশ রাজনীতিতে আমরা আস্থা ও বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে চলেছি। আমরা তা করতে পেরেছি বলেই আমরা আজ এই জায়গায়। আমাদের কাছে সুযোগ এসেছে। আমরাই যে যোগ্য, সেটা প্রমাণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে এই সুযোগ দ্বিতীয়বার আসবে না।

ইন্টারনেটের 'মেরুদণ্ড' ভেঙে দিতে চান পুতিন!

ব্রিটিশ উপকূলবর্তী সমুদ্রে রুশ জাহাজ ঘিরে শঙ্কা

মস্কো: ইউরোপীয় দেশগুলিতে গ্যাস সরবরাহকারী পাইপলাইনে বিস্ফোরণের অভিযোগ আগেই উঠেছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে। এবার সমুদ্রের অতলে ইন্টারনেটের 'মেরদণ্ড'ও কি ভেঙে দেওয়ার ছক কষছে ভ্লাদিমির পুতিন সরকার? ব্রিটিশ উপকূলবর্তী সমুদ্রে একটি রুশ জাহাজের যাত্রাপথ বদলের পর এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, গবেষণামূলক কাজে যাত্রা শুরু করেছিল রুশ সরকারের মালিকানাধীন ওই জাহাজটি। তবে ঘোষিত পথের মাঝে আচমকাই দিক পরিবর্তন করে সেটি। এর পরেই জাহাজটির 'আসল উদ্দেশ্য' নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ১৭ অক্টোবর রাশিয়ার কালিনিনগ্রাদ থেকে রওনা দিয়েছিল 'আকাদেমিক বরিস পেত্রভ' নামে ওই জাহাজটি। ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে তা পৌঁছনোর কথা ছিল দক্ষিণ আটলান্টিকের একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। এ সবই নাকি বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য। ওই জাহাজটি ব্রিটেনের নৌসেনাঘাঁটির সামনে দিয়েও যাবে বলে দাবি। যে ঘাঁটিতে রয়েছে পারমাণবিক হামলা প্রতিরোধী ডুবোজাহাজ 'ট্রাইডেন্ট'। এর পর তা আয়ারল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম দিকের সমুদ্র দিয়ে যাত্রা করবে। সেখানকার সমুদ্রভাগেই রয়েছে দুই মহাদেশকে জুড়ে থাকা অসংখ্য কেবল, যা দিয়ে ইন্টারনেটের পরিকাঠামো রক্ষা করা হয়। ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম 'দ্য উইক' জানিয়েছে, আটলান্টিকের গভীরে আমেরিকা এবং ইউরোপকে জুড়তে কেবল পাতা রয়েছে, সেটি আসলে ইন্টারনেটের 'মেরদণ্ড'। ওই কেবলগুলিই বিশ্বজুড়ে কমপক্ষে ৯৫ শতাংশই যোগাযোগ ব্যবস্থার ভার বহন করে। ইন্টারনেটের বাকি যোগাযোগ চলে উপগ্রহের মাধ্যমে। 'আকাদেমিকে'র যাত্রাপথ বদলের উদ্দেশ্য কি বিশ্বের ইন্টারনেট ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দেওয়া? রাশিয়ার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠার কারণও রয়েছে বলে দাবি সংবাদমাধ্যমের। অভিযোগ, ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝে সমুদ্রের গভীরে পরিকাঠামোয় আগেও আঘাত হেনেছে রাশিয়া। ২৬ সেপ্টেম্বর বাল্টিক সাগরের গভীরে রাশিয়ার গ্যাস পাইপলাইন নর্ডস্ট্রিমে বিস্ফোরণের পিছনেও নাকি পুতিন সরকারের হাত রয়েছে। যদিও সে অভিযোগ অস্বীকার করেছে রাশিয়া।রাশিয়া থেকে গোটা ইউরোপের ঘরে গ্যাস সরবরাহ করে বাল্টিক সাগরের নর্ডস্ট্রিম পাইপলাইন। অভিযোগ, ওই পাইপলাইনের পর এ বার পুতিনের পরবর্তী নিশানা হতে পারে অতলান্তিকের গভীরে ইন্টারনেটের পরিকাঠামো ব্যবস্থা।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে রাশিয়ার বিরুদ্ধে হাজারো দাবির আবহে মুখ খুলেছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্ট তথা আয়ারল্যান্ডের রিপাবলিকান পার্টির সদস্য বিলি কেলহার। বিলি বলেন, ''ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যে যাবতীয় ইন্টারনেট যোগাযোগ চলে অসংখ্য কেব্লের মাধ্যমে। যা আয়ারল্যান্ড উপকূলের অত্যন্ত কাছ দিয়ে যায়।'' তাঁর প্রশ্ন, ''বছরের এই সময় আইরিশ উপকূলের কাছে রুশ যুদ্ধজাহাজটি কী করছে?'' বিলির দাবি, ''হতে পারে, জাহাজটি এই এলাকায় ঘুরেফিরে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করছে। নর্ডস্ট্রিম পাইপলাইনে বিস্ফোরণের পর পুতিন সব কিছুই করতে পারেন।'' পুতিনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ওঠার সঙ্গত কারণ রয়েছে বলে মনে করছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঝে পশ্চিমি দেশগুলির বিরুদ্ধে বার বার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

ঘড়ি জানিয়ে দিল ক্যান্সারে আক্রান্ত ১২ বছরের মেয়ে!

নিউ ইয়র্ক: শরীরের ক্যান্সারের জীবাণু রয়েছে। ১২ বছরের মেয়ের মারণ রোগের কথা জানিয়ে দিল ঘড়ি! বিশ্বের আইটি জায়ান্ট অ্যাপল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বদা নতুন আপডেট দিয়ে চলেছে। অ্যাপল ওয়াচ ফিচারের ক্ষেত্রেও আপডেট দিচ্ছে। অ্যাপল ওয়াচ শুধুমাত্র প্রযুক্তি নয়। এটি এখন বহু মানুষের জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছে। অ্যাপল ওয়াচ অসংখ্যবার বহু ব্যবহারকারীর জীবন বাঁচিয়েছে। এবার এই ঘড়ি জীবন বাঁচিয়েছে ১২ বছরের একটি মেয়ের। ঘড়িটি মেয়েটিকে অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দনের বিষয়ে সতর্ক করেছিল।

চিকিৎসকরা পরীক্ষা করার পর মেয়েটির ক্যান্সার ধরা পড়ে। অ্যাপল ওয়াচ ক্রমাগত ১২ বছর বয়সী ইমানি মাইলসের অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন শনাক্ত করছিল। তার মা জেসিকা কিচেনও এই নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কারণ এর আগে কখনও তাঁর মেয়ের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেনি। জেসিকা কিচেন অ্যাপল ওয়াচ সতর্ক করার পরই মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে যান। এর পর ইমানির অ্যাপেনডিসাইটিসের অপারেশন করা হলেও অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ডাক্তাররা তাঁর মাকে জানান, ইমানির অ্যাপেন্ডিক্সে নিউরো এন্ডোক্রাইন টিউমার রয়েছে। এটি শিশুদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।

আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা দেখতে পান ইমানির শরীরের অন্যান্য অংশেও টিউমার ছড়িয়ে পড়েছে। ক্যান্সার অপসারণের জন্য তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। মেয়েটির মা জানান, অস্ত্রোপচারের পর সব ঠিক আছে। কিচেন স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ঘড়িটি সতর্ক না করলে আরও কয়েকদিন এমনই থাকত। অবস্থা গুরুতর হলেই মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হত হাসপাতালে। তাতে বড় বিপদ হতে পারত।অ্যাপল ওয়াচ ব্রিটেনে ৫৭ বছর বয়সী একজন ব্যক্তির জীবন বাঁচিয়েছে। ডেভিড তাঁর স্ত্রীর উপহার দেওয়া অ্যাপল ওয়াচ থেকে একাধিক সতর্কতা পাওয়ার পর হাসপাতালে যান। তিনি বলেন, আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ডাক্তারি পরীক্ষার পর তাঁ হার্টের সমস্যা পাওয়া যায়।

ইমরানের রাজনীতিতে ফেরার রাস্তা শেষ?

আবেদন খারিজ করল হাইকোর্ট

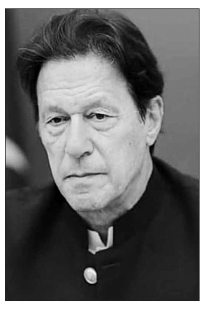

ইসলামাবাদ: সোমবার পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আবেদন খারিজ করেছে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। উপহার মামলায় স্বস্তিদায়ক অবস্থানে থাকার জন্যই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইমরান। বিদেশি নেতাদের থেকে পাওয়া উপহার বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে শাস্তিস্বরূপ নির্বাচন কমিশন পাঁচ বছরের জন্য ইমরানের কোনও সরকারি পদে থাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এমনকী সংসদের সদস্যপদও খারিজ করেছিল কমিশন। পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ প্রধান জানিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের দুর্নীতি ইস্যুতে কোনও পদক্ষেপ করতে পারে না, সেই কারণে আদালতের কাছে কমিশনের নির্দেশ খারিজের আবেদন জানিয়েছিল তারা। যদিও কমিশনের নির্দেশ নিয়ে ধন্দ ছিল যে সংসদে ইমরানের পাঁচ বছরের মেয়াদ শুরুর নিষেধাজ্ঞা থাকবে না কি, রায় ঘোষণার দিন থেকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সেই রায় বলবৎ হবে। আইনসভার সদস্য হিসেবে এপ্রিলে ইস্তফা দিলেও তাঁর ইস্তফাপত্র এখনও গ্রহণ করা হয়নি। সেক্ষেত্রে চলতি মেয়াদ শেষেই ইমরানের নিষেধাজ্ঞা শেষ হবে। ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর সরকারি সফরে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকে দামী উপহার পেয়েছিলেন ইমরান, যা জাতীয় কোষগারে জমা ছিল। পরবর্তীকালে তোষাখানা থেকে কমদামে উপহারগুলি কিনে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল ইমরানের বিরুদ্ধে। উপহারের মধ্যে ছিল একটি গ্রাফ ঘড়ি, এক জোড়া কাফলিঙ্ক, একটি দামি কলম, একটি আংটি এবং চারটি রোলেক্স ঘড়ি। বর্তমান জোট সরকার এই কারণে ইমরানের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছিল। দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ইমরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছিল কমিশন।

বিবিধ

পঞ্চায়েতে সাফল্যের খোঁজে 'চলো গ্রামে যাই'

জনসংযোগের নয়া কর্মসূচি নিয়ে দুয়ারে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুজো মিটতেই কালক্ষেপ না করে ভোট ময়দানে নেমে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করতে জনসংযোগই হাতিয়ার তাঁদের। তাই গ্রামের ভোটে নতুন কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দুয়ারে সরকার থেকে পাড়ায় পাড়ায় সমাধান-সহ অনেক পরিষেবা আগে নেওয়া হয়েছে। এবার সেই পরিষেবাকে সোপান করে জনসংযোগে নামতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। সেজন্য এক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'চলো গ্রামে যাই'। নতুন কর্মসূচি চূড়ান্ত করে রুটিন মেনে জেলা সফরের পরিকল্পনা করে ফেলেছে তৃণমূল। সেই পরিকল্পনামতোই পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতি হিসেবে সভা-সমিতিও হবে। রাজ্যের শীর্ষনেতাদেরও জেলায় জেলায় পাঠানো হবে জনসংযোগে। এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস ১ নভেম্বর থেকেই পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে ঝাঁপাচ্ছে। চলো গ্রামে যাই কর্মসূচি চালু করে তৃণমূল কংগ্রেস মূলত মহিলা নেতৃত্বকে দিয়ে এই প্রচার পর্বে নামতে চলেছে।

বাড়ি বাড়ি জনসংযোগে যাবেন তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা। বুথভিত্তিক এই জনসংযোগ গড়ে তুলতে চাইছে তৃণমূল। এই কর্মসূচিতে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে তারা। এক জনসংযোগ, দুই বুথ কমিটিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা।

রাজ্যে মোট ৩ হাজার ৩৪২টি পঞ্চায়েত রয়েছে। এই সবকটি পঞ্চায়েতেই মহিলাদের

সামনের সারিতে রেখে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূল। মহিলা তৃণমূলের 'পঞ্চায়েতি সভা'র মাধ্যমে বুথের প্রতিটি বাড়ির মহিলাদের টার্গেট করা হচ্ছে। মহিলা নেতৃত্বর মাধ্যমে গ্রামের সমস্ত মহিলাদের সভায় নিয়ে আসতেই এই পরিকল্পনা ছকা হয়েছে। রাজ্যে প্রায় ৪৯ শতাংশ মহিলা রয়েছে। ফলে মহিলা মন জয়ে বিশেষ প্রচারের পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে পঞ্চায়েত ভোটের সম্ভাবনা প্রবল। তাই তার প্রস্তুতিতে এখন থেকেই নেমে পড়তে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। মহিলা ভোটকে পাখির চোখ করে পঞ্চায়েতের প্রচারে নামতে চলেছে তৃণমূল।

এই জনসংযোগ কর্মসূচিতে বুথস্তরের মহিলা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাবেন, মহিলাদের সঙ্গে কথা বলবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের আর্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত প্রকল্প নিয়েছেন, যেমন— কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বিধবা ভাতা, এই সমস্ত সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন কি না, তা জানার চেষ্টা করবেন। যদি তাঁরা না পেয়ে থাকেন তার বন্দোবস্ত করে দেবেন। জনসংযোগের মাধ্যমে তৃণমূল সাংগঠনিক শক্তিকেও চাঙ্গা করতে চাইছে। মোট তিনটি স্তরে এই সভা হবে। ১ নভেম্বর থেকে ২৫ দিন করে তিনটি ধাপে আড়াই মাস ধরে চলবে এই 'চলো গ্রামে যাই' শীর্ষক জনসংযোগ কর্মসূচি। তারপর প্রতিটি পঞ্চায়েতে মহিলা কর্মী সম্মেলন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস আশা করছে, বাংলার একটা বড় অংশের মহিলারা মমতাকে সমর্থমন করেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালুর পর এই সমর্থন আরও বাড়বে বলে তৃণমূল আশাবাদী। মহিলা ভোটারদের কাছে পেতেই তড়িঘড়ি ময়দানে নামার পরিকল্পনা তৃণমূলের।

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, সমান্তরালভাবে দুটি কর্মসূচি চলবে। একটি 'চলো গ্রামে যাই'নামে জনসংযোগ। আর তার পাশাপাশি চলবে মহিলা পঞ্চায়েতি সভা। ১ নভেম্বর থেকে ১২ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্যের ৩ হাজার ৩৪২টি পঞ্চায়েতে এই সম্মেলন করা হবে। দুটি কর্মসূচিই হবে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে।

একুশে ঠেকে শিক্ষা বাইশে

তৃণমূলে বিক্ষুব্ধদের নিয়ে পঞ্চায়েতের আগে নয়া কৌশল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজেপি পঞ্চায়েতের আগে নতুন কৌশল নিল। একুশ থেকে শিক্ষা নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধদের দলে নেওয়ার ব্যাপারে ধীরে চলো নীতি নিল বিজেপি। তৃণমূলে ভাঙন ধরিয়ে দল বাড়ালেও বিজেপি একুশের নির্বাচনে কোনও ফায়দা তুলতে পারেনি। ভাঙা দল নিয়েও তৃণমূলের জয়জয়কার হয়েছে। এবার তাই তৃণমূলী বিক্ষুব্ধদের নিয়ে ভিন্ন পরিকল্পনা বিজেপির।

পঞ্চায়েত ভোট দুয়ারে কড়া নাড়ছে। নতুন বছরের শুরুতেই পঞ্চায়েত ভোট বাংলায়। সেই ভোটের আগে জেলার নেতাদের একুশের বিধানসভা ভোটের কথা মনে করালেন বিজেপির রাজ্য নেতারা। অতএব তড়িঘড়ি করে দল বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। অতীতের মতো যোগদান মেলায় আর মতি নেই বিজেপির। বিজেপি এবার ধীরে চলো নীতি নিয়ে এগোতে চাইছে। অর্থাৎ একুশের বিধানসভার মতো পঞ্চায়েতের আগে আর ঢালাও যোগদান মেলা হবে না। পঞ্চায়েতে টিকিট না পেয়ে যদি তৃণমূলে কেউ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে, তাদের বিজেপিতে এনে টিকিট দিতে এবার নারাজ নেতৃত্ব। অর্থাৎ বিগত নির্বাচনগুলিতে ভোটের আগে তড়িঘড়ি যোগদান করিয়ে তাঁদের টিকিট দেওয়া যে ভুল হয়েছিল, তা কার্যত স্বীকার করে নিল বিজেপি। তৃণমূল নেতাদের দলে টেনে এনে টিকিট দেওয়া ভুল হয়েছিল তা নয়া নির্দেশিকাতেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি পঞ্চায়েত ভোটের আগে জেলার সাংগঠনিক বৈঠক শুরুর আগে এই নির্দেশিকা দিল। এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যোগদান পরিকল্পনা। আর সবাইকেই স্পিকটি নট থাকতে বলা হয়েছে। ইডি বা সিবিআই নিয়ে যা বলার রাজ্য বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলবে বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০২৩-এর আগে আসন সংরক্ষণ নিয়ে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই অবস্থায় বিজেপি তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সাংগঠনিক বৈঠক শুরু করতে চাইছে। জেলায় জেলায় আসন সংরক্ষণের খসড়া নিয়ে কোনও অভিযোগ রয়েছে কি না, তা সাংগঠনিক বৈঠকে আলোচনা হবে। সেইসঙ্গে বিজেপি বুথ কমিটি গঠন নিয়ে সক্রিয় করবে জেলা তথা ব্লকস্তরকে। দল জানতে চাইবে, এ ব্যাপারে কতটা সক্রিয়। অর্থাৎ বিজেপি চাইছে দলের বুথ কমিটিকে শক্তিশালী করতে। নেতাদের নিয়ে দল না বাড়িয়ে কর্মীদের নিয়ে শক্তিশালী হতে চাইছে। কোন কমিটি কতটা সক্রিয়, তা নিয়ে দলেই সংশয় রয়েছে। পঞ্চায়েতের আগে যাতে সমস্ত বুথ কমিটি গড়া হয় এবং তা শক্তিশালী রূপ নিতে পারে তা নিশ্চিত করাই বিজেপির লক্ষ্য। সে জন্য স্থায়ী আন্দোলনে জোর দিতেও চাইছে বিজেপি। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটের পরই ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের দামামা বেজে যাবে। তাই পঞ্চায়েতে বুথে বুথে বিজেপি কতটা শক্তিশালী তা দেখতে চাইছে গেরুয়া শিবিরে। তাই তৃণমূল নেতাদের ইচ্ছামতো দলে নেওয়ার পক্ষপাতী নয় বিজেপি। একুশের আগে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতাদের নিয়ে বিজেপির একাংসই বিরাগভাজন হয়েছিল। তার প্রভাব যথেষ্ট পড়েছে। পুরনো সৈনিকরা বসে গিয়েছিলেন। বিজেপি তৃণমূলের বি-টিমে পরিণত হচ্ছে, সেই প্রচার শুরু হয়েছিল একুশে। এখনও সেই প্রচার চলছে। তারপর জেলায় জেলায় দলের নেতাদের একাংশ আগ বাড়িয়ে সিবিআই-ইডির অভিযান নিয়ে মন্তব্যে বিরত থাকতে বলে তৃণমূলের অভিযোগকেই মান্যতা দিচ্ছে। আবার তৃণমূল পাল্টা দাবি জানিয়েছে, কেউ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাবে না। উল্টে বিজেপি থেকে তৃণমূলে ফেরার জন্য সবাই লাইন দিয়ে আছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশে ভিনগ্রহীরা

ইউএফও নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশে ওসব কী ঘুরে বেড়াচ্ছে? তবে কি ভিনগ্রহীরা এসে গিয়েছেন! সম্প্রতি এক পাইলটের দাবি ঘিরে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে। প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশে ইউএফও বা মহাকাশ থেকে আসা অজানা বস্তু ঘিরে বিস্তর চর্চা চলছে। এলিয়েনদের নিয়ে কৌতুহলের শেষ নেই। সেই কৌতুহল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ওইসব ইউএফও। এলিয়েনদের নিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কৌতুহল সর্বদাই। তাঁদের পৃথিবীতে আনতে কত না চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা চলছে এখনও। এরই মাঝে নানা জল্পনা-কল্পনা তৈরি হয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসও করেন এলিয়েনরা রয়েছে। তবে তাদের আগমন এখনও ঘটেনি পৃথিবীতে। এবার পৃথিবীর আকাশে ইউএফও দেখে ফের এলিয়েনদের আগমন নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে বিমান চালানোর সময় বেশ কয়েকবার ইউএফও দেখতে পেয়েছেন বলে দাবি করেন পাইলটরা। এক-আধজন নয়, বেশ কয়েকজন পাইলটই এমন দাবি করেছেন। এরপর ইউএফও ঘুরে বেড়ানোর ছবি ও ভিডিও পাইলটদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তা নিয়ে পর্যবেক্ষণ চলছে, চলছে পর্যালোচনাও, মহাকাশ থেকে আসা ওইসব উড়ন্ত বস্তু আসলে কী! গত ১৮ অগাস্ট লস এঞ্জেলেসের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে বিমান চালানোর সময় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে একটি মেসেজ পাঠান চাটার্ড ফ্লাইটের পাইলট মার্ক হালসে। সেই মেসেজে তিনি জানান, তাঁর উত্তর দিকে তিনি বেশ উড়ন্ত গোলাকার বস্তু দেখতে পেয়েছেন। সেই বিমান

হিন্দুত্ববাদ নাকি ভোটের রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

অনেকে আবার তাঁকে ত্রিপুরার বিপ্লব দেবের সঙ্গে তুলনা করছেন, যিনি অবৈজ্ঞানিক আর উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে সবসময় খবরের শিরোনামে থাকতে পছন্দ করেন।

এদিকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্যকে হাতিয়ার করে তাঁকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস নেতারা। দিল্লির কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিত বলেছেন,''ও তো বিজেপি-আরএসএসের বি-টিম। কেজরিওয়াল কিছুই বোঝে না। ভোটব্যাংকের জন্য ও সব বলতে পারে।''

তবে কেজরিওয়াল ভোটের রাজনীতি করছেন বলে যতই তাঁকে দেগে দেওয়ার চেষ্টা হোক না কেন, তাঁর মনে যে অনেক আগে থেকেই সুপ্ত হিন্দুত্ববাদ কাজ করছে তাকে অস্বীকার করা যায় না, অভিমত, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের একাংশের।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী চান ওয়েইসিও

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি ঋষি সুনক ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি টুইট করেন, এবার একজন সংখ্যালঘুকে প্রধানমন্ত্রী করল ব্রিটেন। এটা আমাদের জন্যও সুখবর। এবার আমাদের দেশেও সংখ্যালঘু প্রধানমন্ত্রী দরকার। ব্রিটেন সংখ্যালঘুকে প্রধানমন্ত্রী করছে, আর আমরা কি না এনআরসি সিএএ-র মতো বিভাজনকারী আইন নিয়ে মেতে উঠেছি।

উল্লেখ্য, ব্রিটেনে সংখ্যগরিষ্ঠ খ্রিষ্টান। সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে একশোভাগ হিন্দু ঋষি সুনককে। এই তথ্য হাতিয়ার করেই তিনি কেন্দ্রের বিজেপিকে খোঁচা দিয়েছেন। মেহবুবার পর আসাদুদ্দিন ওয়েইসিও হিজাব পরা মহিলাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখরা ইচ্ছাপ্রকাশ করে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। মেহবুবার বক্তব্যের পর তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ পাল্টা টুইট করে জানিয়েছেন, মেহবুবাজি আপনার টুইট দেখলাম। আপনি স্পষ্ট করে জানান, জম্মু-কাশ্মীরে একজন সংখ্যালঘুকে আপনি মুখ্যমন্ত্রী পদে মেনে নেবেন তো? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীনতার আগে জম্মু-কাশ্মীরের রাজারা সকলেই হিন্দু ছিলেন। স্বাধীনতার পর জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম শাসকও ছিলেন হিন্দু। মেহের চাঁদ মহাজন ছিলেন স্বাধীনোত্তর জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম শাসক। তারপর গুলাম মহম্মদ শাদিক থেকে মেহবুবা মুফতি পর্যন্ত সকলেই ছিলেন মুসলিম। এবার ওয়েইসি হিজাব পরা মহিলাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখার ইচ্ছাপ্রকাশ করে টুইট করতেই পাল্টা একইরকম কটাক্ষে তাঁকে বিঁধেছেন বিজেপির মুখপাত্র।

অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন কর্মীরা, শান্তির বার্তা আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাস তিনেক আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঞ্চনপুরে একটি ধর্মীয় জলসাকে কেন্দ্র করে ফুরফুরা শরিফের এক পিরজাদার ভক্তদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের বচসা হয়। ওই পিরজাদাকে কাঞ্চনপুরে জলসা করতে বাধা দেওয়া হয় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে। সেই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই ওই পিরজাদা এবং তাঁর ভক্তরা আইমার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। দোষারোপ করতে শুরু করেন আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান এবং আইমার কর্মীদের। অভিযোগ, প্রতাপপুর দরবার শরিফ ও হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি এবং তাঁর পূর্বসুরিদের ছাপার অযোগ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় ওই পিরজাদা এবং তাঁর ভক্তদের পক্ষ থেকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুরু হয় আইমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার। এরই মধ্যে কয়েকদিন আগে আবার কাঞ্চনপুরের একই জায়গায় জলসা করতে বাধা দেওয়া হয় ওই পিরজাদাকে। এবার পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এবার সম্পূর্ণ ক্রোধের বশে, প্রতিহিংসামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে আইমার দশজন কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় তথাকথিত ওই পিরজাদার ভক্তদের তরফ থেকে। এমনকী আইমার কর্মীদের মারধরও করা হয়।

মিথ্যা মামলায় আইমার কর্মীদের ফাঁসানো, প্রতাপপুর দরবার শরিফের হুজুর কেবলা এবং তাঁর পিতামহকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ, ভাইজান সৈয়দ রুহুল আমিনকে গালিগালাজ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন আইমার কর্মীরা। তাই ওই পিরজাদা এবং তাঁর ভক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইমা সুপ্রিমোর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বরাবর শান্ত স্বভাবের এবং ঠান্ডা মাথার মানুষ ভাইজান কর্মীদের এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে বরং তাঁদের শান্ত থাকার আবেদন জানান। অশান্ত এলাকায় যাতে শান্তি ফিরে আসে তার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দেন তিনি। এক ভিডিও বার্তায় ভাইজান বলেন, 'আইমার দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্বচ্ছ। আমরা কাউকে কোনওদিন গন্ডগোল করার জন্য উৎসাহ দিই না, বরং গন্ডগোল থামানোর জন্য আইমার ছেলেরা সবসময় প্রস্তুত। কাঞ্চনপুরের ঘটনার পর থেকে আমার পরিবার-সহ আইমার কর্মীদের গালিগালাজ করা হচ্ছে। কিন্তু আইমা কর্মীরা অত্যন্ত সংযত আছে। তারা পাল্টা কোনও কটু কথা বলেনি। এটাই আইমার শিক্ষা। বিগত ১১ বছর ধরে এই সংগঠনটা করছি আমি। আজ পর্যন্ত কেউ তার গায়ে কালিমা লেপন করতে পারেনি। আইমার কর্মীদের প্রতি আমার বার্তা, আপনারা এভাবেই শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, শান্তি বজায় রাখুন।'

আবেগে পড়ে যাঁরা দুএকটা বেফাঁস মন্তব্য করে ফেলেছেন তাঁদের কাছে ভাইজানের আবেদন, নতুন করে আর কেউ কিছু করবেন না। এতে সংগঠনের ক্ষতি হবে। ১০ বছর ধরে সংগঠনটা টিকে থাকার একটাই কারণ, আইমা মানুষকে সম্মান করতে শিখিয়েছে, কাউকে গালিগালাজ করতে শেখায়নি। মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাতে কওমকে দুর্বল না করে ফেলে সেই চেষ্টায় আইমা করে চলেছে প্রাণপণ, এমনটাই জানিয়েছেন আইমা সম্পাদক। আগামী দিনেও আইমার মত ও পথের কোনও বদল হবে না বলেও মনে করিয়ে দেন তিনি।

কাঞ্চনপুরে মিলাদুন্নবির মঞ্চে ওয়াজ মাহফিল হুজুর কেবলা খালেদ সাহেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইদে মিলাদুন্নবি বা বিশ্বনবির জন্মদিবস পালনকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতি বছরই বাংলার বিভিন্ন জায়গায় নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ্বনবি সা.-এর জীবন নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তাঁর বাণীগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে ঋদ্ধ করে তোলেন আমাদের আলেমরা। ফলে, বছরের এই একটা সময় মহামানব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরও গভীরভাবে জানার সুযোগ পান মানুষ। তাঁর বাণীকে অন্তরে ধারণ করে তাঁর প্রতি ভালোবাসার ব্যাপ্তি ঘটে।

বিশ্বনবি হজরত মহম্মদ মোস্তফা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বলে বিবেচিত হয়ে আসছেন সর্বত্র। সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি এক মুহূর্তের জন্য। ইসলামের শেষ নবি তথা আখেরী পয়গম্বর হজরত মহম্মদ সা.-এর নীতি-আদর্শ-বাণীকে জনমনে ছড়িয়ে দেবার জন্য বহুদিন ধরে কাজ করে চলেছে প্রতাপপুর দরবার শরিফ। নবির প্রতি মহব্বত তৈরি করে তাঁর প্রতি ভালোবাসাকে বহুমাত্রিক স্তরে নিয়ে যাবার জন্য এই দরবার শরিফের কর্ণধারদের অবদান কম নয়। নিয়মিত তাঁরা নবি সা.-এর আদর্শ প্রচারের জন্য নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছেন। প্রতাপপুর দরবার শরিফের বর্তমান গদ্দিনশিন পির আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব এবং তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা তথা বাংলার যুব সমাজের আইকন সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান জলসা, মিলাদুন্নবি বা ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথে আহ্বান জানানোর পাশাপাশি নবি মহম্মদ সা.-এর প্রতি মহব্বত তৈরির তাগিদ দেন।

গত ২৩ অক্টোবর রবিবার এমনই একটি মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন প্রতাপপুর দরবার শরিফের শ্রদ্ধেয় হুজুর কেবলা তথা আইমা কর্মীদের মাথার তাজ পির সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্চনপুর গ্রামে বিশ্বনবি দিবস উপলক্ষে মিলাদুন্নবি ও মাহফিলে ওয়াজ, নসিহত করেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে পড়েন ভক্ত-মুরিদরা। হুজুর কেবলাকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন অনেকে। হাদিস কোরানের আলোকে বিশ্বনবির জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোকপাত করেন তিনি। একইসঙ্গে মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর আবেদন, বিশ্বনবি হজরত মহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী নিজেদের পরিচালনা করতে হবে। তাঁর জীবনকে আধার করে এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। তাতে ইহকাল এবং পরকাল, দুই জায়গাতেই মিলবে মুক্তি। সাংসারিক এবং সামাজিক জীবনে বিরাজ করবে অপার শান্তি। সব মিলিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনাসভার সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ।

চেন্নাইয়ে আইমা সুপ্রিমোর সঙ্গে সাক্ষাৎ বাংলার যুবকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌদি আরব থেকে উমরাহ পালন করে ফিরে আসার পর বেশ কিছুদিন বিশ্রামে ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সক্রিয় কার্যকলাপ থেকে কিছুদিন নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন তিনি। কারণটা সবারই জানা। উমরাহে গিয়ে জিয়ারত করে তায়েফ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল ভাইজানদের গাড়ি। আহত হয়েছিলেন তিনি। ফলে ভক্ত ও আসলে ভাইজানকে ভালোবাসা মানুষগুলো ছড়িয়ে রয়েছেন দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে। তাই আইমা সুপ্রিমোর চেন্নাই যাবার খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন চেন্নাইয়ে থাকা তাঁর কয়েকজন শুভাকাঙ্খী। এর আগে সৌদিতে গেলেও বাংলার কয়েকজন যুবক ভাইজানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে উপহার তুলে দেন। এবার কর্মসূত্রে চেন্নাইয়ে থাকা ভাইয়েরাও ভাইজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য হাজির হলেন। এরকম আরও অনেকেই আছেন যাঁরা আমিন ভাইজান এমন একজন মানুষ, যে তাঁকে ভালো না-বেসে থাকা যায় না। তিনিও অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেন, সেই ভালোবাসার ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারবেন না বলে। এভাবেই পারস্পরিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলছেন আইমা সুপ্রিমো, তা এককথায় অতুলনীয় বলে অভিমত সমাজ বিশ্লেষকদের। আর এভাবেই ভালোবাসা ছড়িয়ে সমাজে একটা শক্তপোক্ত জায়গা করে ফেলেছেন তিনি। যেখানে

মুরিদদের পাশাপাশি আইমার অসংখ্য কর্মী ও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল। তবে ভাইজান দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন সকলে। সম্প্রতি চেন্নাইয়ে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো। কিন্তু সেখানেও ছাড় নেই তাঁর। কর্মসূত্রে এখানে থাকেন। সবার সঙ্গে দেখা করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন আইমা সম্পাদক। পাশাপাশি তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, আগামী ডিসেম্বরে আবার যখন চেন্নাই যাবেন, চেষ্টা করবেন সবার সঙ্গে দেখা করার।

আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ তাঁকে ভালোবাসেন এবং নিজেদের প্রিয়জন মনে করেন। তাই তাঁর ভক্ত ও শুভাকাঙ্খীদের আশা, এভাবেই ভাইজানের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক। মানুষের মনের মণিকোঠায় তাঁর হাসিমুখের ছবি অমলিন থাকুক চিরতরে।

হাওড়া জেলা আইমার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সাংগঠনিক পর্যালোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাওড়া জেলা আইমার অবজার্ভার সেখ হাবিবের প্রচেষ্টায় গত ২৩ অক্টোবর রবিবার একটি সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত হাল্যানে আগামী রবিবার, অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর স্থানীয় আইমা অঞ্চল কমিটি গঠন ও আগামী দিনে হাওড়া জেলা কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয় এই সভা থেকে। স্থানীয় আইমাকর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রস্তুতিসভা থেকে বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। উপস্থিত সকলে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি সমগ্র হাওড়া জেলা জুড়ে কীভাবে আইমাকে আরও শক্তিশালী করা যায়, সে বিষয়টিও তুলে ধরেন কেউ কেউ। অন্যদিকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে মাথায় রেখে বুথস্তরে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এখন থেকেই কর্মীদের কাজে লেগে পড়তে নির্দেশ দেন হাওড়া জেলা আইমার নেতৃবৃন্দ। সবমিলিয়ে একটি গঠনমূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল এদিন।

জলসায় অতিথি আপ্যায়ন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিয়ারডাঙা দরবার শরিফে এক ধর্মীয় জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি।

জলসায় আগত মেহমানদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আইমা ইউনিট। ওই ইউনিটের সদস্যরা আগত অতিথিদের জন্য কফি, চা, বিস্কুট এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। আইমার

এই মানবিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন অতিথিরা। এদিনের এই মহৎ কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন আইমার সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য সাদ্দাম আলি খান-সহ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আইমা ইউনিটের সকল সদস্য। মনোজ্ঞ ইসলামি পরিবেশে জলসা শ্রবণ এবং আইমার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন আগত অতিথিবৃন্দ।

পূর্ব ও পশ্চিম চিল্কা আইমা ইউনিটের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৩ আগস্ট রবিবার সাধুয়াপোতা পূর্ব ও পশ্চিম চিল্কা আইমা ইউনিট উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার ক্যাম্প। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত সাধুয়াপোতা দক্ষিণ পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এই মেডিকেল ক্যাম্প। অসংখ্য মানুষ পরিষেবা নেবার জন্য উপস্থিত হন এদিন। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন কথায় নয়, বরং কাজের মাধ্যমে নিজেদের কৃতিত্বের ছাপ রেখে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। সংগঠনের প্রাণপুরুষ সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান কর্মে বিশ্বাসী। তাই তিনি আইমার কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন, সমাজসেবা ও মানবসেবামূলক কাজের মাধ্যমেই আইমার পরিচিতিকে তুলে ধরতে হবে। তাঁর আদর্শকে পাথেয় করেই আজ আইমা এগিয়ে চলেছে তরতর করে। সমাজের বিভিন্ন কোণে একবাক্যে এখন সবাই আইমাকে জানেন। আইমার কর্মের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠছে এই সংগঠনের চারিত্রিক গুণাবলী।

রাঙামেটা যুব আইমা ইউনিটের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের কোরান শরিফ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে, বিশেষ করে সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। বিশ্বের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মাদ্রসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে স্বনামধন্য হয়েছেন, সে আমাদের এলিট মানসিকতার কাছে মাদ্রাসা শিক্ষা যতই নাক সিঁটকানো ব্যাপার হোক না কেন। তবুও এই ভারতবর্ষজুড়ে হাজার হাজার মাদ্রাসা রয়েছে শিক্ষার্থীদের দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বৈষয়িক বা সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা দেবার জন্য। সেখানে আরবি, উর্দুর সঙ্গেই শিক্ষা দেওয়া হয় বাংলা, গণিত, ইংরাজি, বিজ্ঞান বিষয়েও। এরকম কিছু মাদ্রাসা সরকার পোষিত হলেও এর বেশিরভাগই খারেজী মাদ্রাসা। জাকাত, ফিতরা বা দান-সদকার অর্থেই চলে এই মাদ্রাসাগুলো। যাঁরা এই মাদ্রাসাগুলোর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা জানেন, মাদ্রাসাগুলো চালানো কথাটা কষ্টসাধ্য। আর্থিক দৈন্যকে বহন করে তবুও এগিয়ে চলেছে এরকম মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। মাদ্রাসা মহম্মদীয়া দারুল উলুম তেমনই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে আরবি-উর্দুর পাশাপাশি শিক্ষা দেওয়া হয় সাধারণ বিষয়গুলোতেও। গত ২১ অক্টোবর শুক্রবার সেখানেই হিফজুল কোরান বিভাগের ছাত্রদেরকে পবিত্র কোরান শরিফ প্রদান করা হল। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লকের অন্তর্গত ৯ নম্বর অঞ্চলের রাঙামেটা যুব আইমা ইউনিটের উদ্যোগ এই কোরান শরিফ প্রদান কর্মসূচিটি সম্পন্ন হয়। এছাড়া আরও ৫০টি কায়দা বই তুলে দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের হাতে। মহতী এই কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন রাঙামেটা যুব আইমা ইউনিটের সদস্যরা ছাড়াও মাদ্রাসা মহম্মদীয়া দারুল উলুমের শিক্ষকবৃন্দ।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ০ ২৮ অক্টোবর ২০২২ ০ ১০ কার্ত্তিক ১৪২৯ ০ শুক্রবার

মানবতার দিশারি হজরত মহম্মদ সা.

গত ৯ অক্টোবর আমরা পেরিয়ে এলাম মহানবি হজরত মহম্মদ সা.-এর আরও একটি জন্মদিন। অন্যদিক থেকে এটি তাঁর তিরোধান দিবসও। যদিও ইসলামে প্রথাগভাবে কারও জন্মদিন পালনের কোনও নিয়ম নেই। কিন্তু নবি করিম রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্যরকম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। কারণ মানবতার দিশারি, বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শক, নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী, ন্যায় বিচারের উদ্গাতা এই মহামানবের জন্মদিবস পালন আক্ষরিক অর্থে আমাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর দেখানো পথে মানবতার ফুল ফুটিয়ে বিশ্বকে শান্তির উদ্যানে পরিণত করাটাই আসল উদ্দেশ্য।

১২ রবিউল আওয়াল। এই মহান দিনটিকে স্মরণ করার ইতিহাস অনেক পুরনো। মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করে, তাদের আলোর পথ দেখিয়ে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিলেন বিশ্বনবি হজরত মহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি শুধুমাত্র মুসলমানদের নবি নন, প্রকৃত অর্থেই বিশ্বের সর্বকালের সর্বযুগের এমনকী আগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সকলের নবি তিনি। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসাবে তাঁর যে আসন রচনা হয়েছে, সেখান থেকে তাঁকে বিচ্যুত করার ক্ষমতা কারওর নেই। স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আসনে তাঁকে বসিয়েছেন। ফলে আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য কী তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপন করবে। বরং যারা বিশ্বনবির চরিত্র, তাঁর আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাদেরই পদে পদে হেনস্থা হতে হয় সর্বত্র।

‘হিলফুল ফুজুল’— মহানবির যৌবনকালের এক নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সমাজসেবার যে ধারণা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন মহান এই মানুষটি, সেই পথকে অনুসরণ করে আজও হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবতার ফুল ফুটিয়ে চলেছে বিশ্বের বুকে। টগবগে তরুণ, দায়িত্ববান যুবকদের নিয়ে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মানবসেবায়। আর্তের কষ্টে কাঁদত তাঁর প্রাণ। কোনওদিন কাউকে তিনি রিক্ত হাতে ফেরাননি। নিজের কাছে না থাকলেও অন্যের কাছ থেকে চেয়ে এনে বিলিয়ে দিয়েছেন সর্বস্ব। এমন একজন মানুষ সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হবেন না তো কে হবেন! যাঁর জীবনের প্রতিটি ধাপ অনুসরণযোগ্য, যাঁর প্রতিটি কথা অমূল্য, যাঁর সমগ্র জীবনটাই একটা চর্চার বিষয়, সেই মানুষটার আদর্শ মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে ভুলতে বসেছে। অথচ তাঁকে নিয়ে গবেষণা করে ভিন ধর্মের গবেষকরা তাঁর জীবনের আরও নানান চমকপ্রদ দিক উন্মোচন করছেন। যে দিকগুলো মানবজীবনে মুক্তির স্বাদ এনে দিচ্ছে। অথচ মুসলিম জাতি কী করছে! বছরের এই একটা দিন বা বড়জোর রবিউল আওয়াল মাসের কয়েকটা দিন খুব ধুমধাম করে লোকদেখানো নবিদিবস পালন করছে। মহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান জানানোর জন্য যেটা হওয়া উচিত ছিল সারাবছরের কাজ, সেটা এখন মাত্র কয়েকটা দিনে এসে সীমায়িত হয়ে গেছে।

মানবজাতির মুক্তির দিশারি, অন্তিম বিচার দিবসে নিজের উম্মতের সাফায়াতকারী, বিশ্বমানবতার অগ্রদূত হজরত মহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বজুড়ে যে শান্তির বাণী প্রচার করে গিয়েছেন, জীবনে চলার পথে যে নীতিমালা ঘোষণা করেছেন, বিদায় হজের ভাষণে মুক্তির যে পথ বাতলে দিয়েছেন তাকে যদি আমরা আঁকড়ে ধরতে পারি তবে মানবসভ্যতা উত্তরণের চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে যাবে। মুসলিম জাতিও আজ নবিপাক সা.-এর আদর্শকে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকছে। যার পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনেই। সমগ্র বিশ্বজুড়ে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত একটা জাতিতে পরিণত হয়েছে তারা। এই পঙ্কিলতা থেকে বেরিয়ে আসার একটাই উপায়, আঁকড়ে ধরতে হবে বিশ্বনবির নীতি ও আদর্শকে। কারণ একমাত্র তিনিই হলেন যুগে যুগে মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ দিশারি।

● ● ● ● ● ●

জীবন বদলের বাণী

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষকে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবে— আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য প্রদান করিনি? আমি কি তোমাকে ঠান্ডা পানি পান করতে দিইনি?

— তিরমিযী

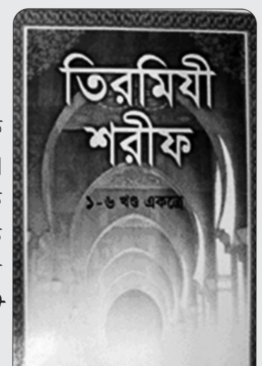

একজন মহান ব্যক্তি একজন বিখ্যাত মানুষের চেয়ে সব সময় আলাদা হন। কারণ তিনি সমাজের চাকরামি করতে তৈরি থাকেন।

—বি আর আম্বেদকর

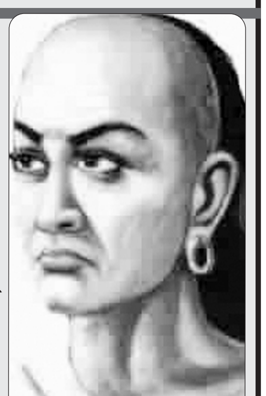

সাপ নিষ্ঠুর খলও নিষ্ঠুর, সাপের চেয়ে খল বেশি নিষ্ঠুর। সাপকে মন্ত্র বা ওষধি দিয়ে বশ করা যায়, কিন্তু খলকে কে বশ করতে পারে?

—চাণক্য

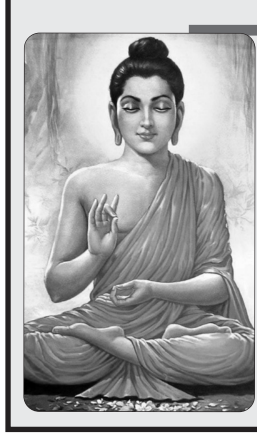

জীবনে হাজার যুদ্ধ জয়ের চেয়ে নিজেকে জয় করা ভালো। তাহলে বিজয় সর্বদা আপনারই হবে, কেউ আপনার কাছ থেকে সেই বিজয় কোনওদিন ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

—গৌতম বুদ্ধ

অর্থনীতির উদারীকরণ শিল্পপতিদের মুনাফা লাভের পথকে আরও মসৃণ করেছে

এখন শিল্প মুনাফা তো নয়ই, বরং ওইটাই দেশপ্রেম। আর কোনও প্রতিযোগিতার লেশমাত্রই নেই। ঠেকনা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছে। ব্যবসার নতুন মডেল হল, শিল্পপতি ব্যাংক থেকে ধার নেবেন। সেই টাকায় শিল্প বানাবেন। তারপর সেই ধারের টাকা ব্যাংক মকুব করে দেব। অর্থাৎ দেশবাসীর টাকায় শিল্প হবে, মুনাফা করবেন শিল্পপতি। কিন্তু সে তো মুনাফা নয়, সেটাই হল দেশপ্রেম। এই নতুন মতাদর্শ এখন বছর দশেক চলছে। ওইটাই এখন ইনথিং। এখন চুপচাপ আস্ত বন্দর আদানির হাতে চলে যায়। কোথাও একটিও বিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। এখন টাটাকে কে তাড়িয়ে মহা অপরাধ করেছিল, এই নিয়ে তরজা হয়। কারণ, শিল্পপতিরা মুনাফা নয়, তৈরি করেন কর্মসংস্থান, সমাজসেবার ঠিকাদারি তাঁদের। তাঁরা আমাদের স্বজন। তাই আমাদের কোনও মুক্ত অর্থনীতি নেই, আছে স্বজনপোষিত অর্থনীতি।

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২০-৩০ এর দশকে। বিড়লা বা ঠাকুরদাসরা যখন ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’, ‘ব্রিটিশকে একটু তোয়াজ করি নাকি বাপুর দলে নাম লেখাই’— এই নিয়ে কিঞ্চিৎ দোলাচলে, টাটা তখন অব্যর্থভাবেই ব্রিটিশপন্থী। বিড়লা একইসঙ্গে ব্রিটিশের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী এবং গান্ধী-প্যাটেলের ঘনিষ্ঠ, প্রচুর অর্থসাহায্য করেছিলেন। বাজাজ তো জেলও খেটেছিলেন। টাটার ওসবের বালাই ছিল না। তিনি ছিলেন ব্রিটিশের চোখের মণি। তার কারণও ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মেসোপটেমিয়ায় ঝাড় খাবার পর ব্রিটিশ বুঝেছিল যে, এই সুদূর প্রাচ্যেও একটা বড় ইস্পাত কারখানা দরকার, সামরিক প্রয়োজনেই। ফলে একরকম করে প্রত্যক্ষ মদত দেওয়া হত। টাটা দেউলিয়া হবার হাত থেকেও বেঁচেছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর একটা সময়।

যাইহোক, এইসব কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত টাটার ব্রিটিশ-পুজো অক্ষত ছিল। অবস্থাটা কেবলমাত্র তখনই বদলাল, যখন ‘ভারত ছাড়ো’ ইত্যাদির পর ভারতের স্বাধীনতা যখন চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয়ে এসেছে, সেই ‘৪৪-’৪৫ সালে বিড়লা, ঠাকুরদাস, টাটারা মিলে বসে স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি কেমন হবে, তার একখানা পরিকল্পনা বানিয়ে ফেললেন। তার ডাকনাম ‘বোম্বে প্ল্যান।’ ভারতের স্বাধীনতায় যাঁর পরোক্ষ মদতও শূন্য সেই টাটা ছিলেন স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি পরিকল্পনার অন্যতম মধ্যমণি। এর বছরখানেকের মধ্যেই বিড়লা দেশভাগ কেন হওয়া উচিত, সেই নিয়ে একটি মনোজ্ঞ পুস্তক রচনা করলেন।

১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে ভারত চলল একেবারেই টাটা-বিড়লা নির্ধারিত পথে। ভারত সরকার, বিড়লার পুস্তিকা বা বোম্বে পরিকল্পনার প্রভাব, কোনওটাই কখনও স্বীকার করেনি। কিন্তু ভারত ভাগও হল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং পরবর্তী অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে বোম্বে প্ল্যানের বিশেষ তফাত ছিল না। দেশীয় শিল্পপতিদের জন্য নিরাপত্তা, শিল্পক্ষেত্র ভাগাভাগি করে দেওয়া, বড় সরকারি ক্ষেত্র, ডেফিসিট ফাইনান্সিং— এর সবকটাই বোম্বে পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। এই সেই কুখ্যাত লাইসেন্সরাজ, যার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে উদারীকরণ শুরু হবে চল্লিশ বছর পরে। এর নাম ছিল মিশ্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। তার নানা দিক আছে। ভালো-মন্দ সবই আছে। কিন্তু এখানে স্রেফ টাটা-বিড়লার কথা হচ্ছে। সেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিরা তখন ভয়াবহ খুশি ছিলেন এই ব্যবস্থায়। কারণ, কোথাও কোনও প্রতিযোগিতা নেই। আপনি গাড়ির ব্যবসা করছেন, কিংবা ইস্পাতের, তো সেটা একচেটিয়া। সরকার বলে দিয়েছে, ওই ব্যবসায় আপনিই একচ্ছত্র। দেশী-বিদেশী, আর কেউ নাক গলাবে না। ব্যস। এর চেয়ে সুখের ব্যবসা হওয়া সম্ভব! ভারতীয় পুঁজির বেড়ে ওঠা এই সরকারি ঠেকনায়। যেখানে ব্যবসায় মুনাফা করাকে সমাজসেবা বলে ধরা হত এবং সরকার সেই সমাজসেবায় প্রত্যক্ষ মদত দিত।

বিবাদী কণ্ঠস্বর ছিল মূলত বামপন্থীদের। গুজরাতি-মারোয়াড়ি পুঁজির বিরুদ্ধে তাঁদের গর্জন ছিল। পূর্বাঞ্চল থেকে সম্পদ ফানেল করে পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চলে নিয়ে যাবার বিরুদ্ধে স্লোগান ছিল। এবং পাল্টা সরকারি ব্যবস্থাও ছিল। কেরলে ১৯৫৭ সালে, বাংলায় এর দশ বছর পরে সরকার ফেলে দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতিশাসন জারি করে। এসবই সরকারি কর্মকাণ্ড। মহারাষ্ট্রে সরকার ছিল না, শ্রমিক আন্দোলন ছিল। মূলত ঠেঙিয়ে এবং খুন-টুন করে ধ্বংস করে দেওয়া হয় যা হোক, এ সব চলল তিরিশ বছর। ১৯৭৭ পর্যন্ত। তার পরের কয়েকবছর একটু ঘাঁটা। কিন্তু তারপরেই এল বিখ্যাত উদারীকরণ। ধাপে-ধাপে সরকারি ক্ষেত্র কমিয়ে আনা হল। দেশীয় শিল্পের উপর নিরাপত্তার হাত তুলে নেওয়া হল। মাশুল সমীকরণ উঠে গেল। হঠাৎই সমাজতন্ত্রের বদলে মুক্ত অর্থনীতির জয়গান গাওয়া শুরু হল। ভাবা হচ্ছিল ফরাসি বিপ্লব হতে চলেছে, এই দুনিয়ায় সবাই সমান। যে যেখানে খুশি ব্যবসা করতে পারে, যত খুশি লাভ করতে পারে। কারও মাথায় সরকারি হাত নেই, ইত্যাদি। রাজ্যগুলো শিল্পপতি ধরে আনতে ছুটল। ‘কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান।’ চন্দ্রবাবু নাইডু ভারতবর্ষের প্রথম হাইটেক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত হলেন, যেভাবে পরবর্তীতে ‘ব্র্যান্ড বুদ্ধ’ নির্মিত হয়েছিল বাংলায়।

একটা জিনিস কেবল অপরিবর্তিত রইল। শিল্পপতিরা যে মুনাফা করেন, সমাজসেবা নয়, সেইটা তখনও ধামাচাপা রইল। মুনাফায় কোনও নৈতিক দোষ আছে, এমন এখানে বলা হচ্ছে না, কিন্তু মুনাফা যে সমাজসেবা না, সেইটুকু স্বীকৃতি রইল না। শোনা যেতে শুরু হল, শিল্প মানেই কর্মসংস্থান, উন্নয়নের জোয়ার। এবং শিল্প মানে জনস্বার্থ। কিন্তু মুনাফা নয়। এই নৈতিক একটা ধারণা গোটা নব্বই এবং শূন্যের দশক ধরে তৈরি করা হল। ফলে দেখা গেল, সেই সরকারি ঠেকনা তখনও অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। মুক্ত প্রতিযোগিতা নেহাৎই অলীক। শিল্পপতিদের দাবি হল, বিনামূল্যে বা প্রায় বিনামূল্যে বিরাট জমি চাই, বিদ্যুৎ চাই, আরও কী কী চাই, কারণ তাঁরা শিল্প করে দেশোদ্ধার করছেন। বিশ্বের সব পুঁজিবাদী দেশেই, শিল্পপতিরা ‘বিশেষ সুবিধে’ চান। কর-ছাড় ইত্যাদি। সেখানেও কর্মসংস্থান ইত্যাদির কথা বলা হয়। কিন্তু এমনকী আমেরিকাতেও পুঁজি আর মুনাফার সম্পর্ককে এরকম উহ্য করে দেওয়া হয় না। বিনামূল্যে জমি চাওয়া হয় না। কারণ, এখনও পুঁজিপতিদের আমেরিকা বা ইউরোপে প্রতিযোগিতা করতে হয়। সরকারি ছত্রছায়া সেখানে মেলে না, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয়। আর ভারতবর্ষে শিল্প মানেই সরকারি ঠেকনা। বাবা-বাছা ইত্যাদি।

নতুন কেন্দ্রীয় সরকার আসার পর আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বিষয়টা। এখন শিল্প মুনাফা তো নয়ই, বরং ওইটাই দেশপ্রেম। আর কোনও প্রতিযোগিতার লেশমাত্রই নেই। ঠেকনা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছে। ব্যবসার নতুন মডেল হল, শিল্পপতি ব্যাংক থেকে ধার নেবেন। সেই টাকায় শিল্প বানাবেন। তারপর সেই ধারের টাকা ব্যাংক মকুব করে দেব। অর্থাৎ দেশবাসীর টাকায় শিল্প হবে, মুনাফা করবেন শিল্পপতি। কিন্তু সে তো মুনাফা নয়, সেটাই হল দেশপ্রেম। এই নতুন মতাদর্শ এখন বছর দশেক চলছে। ওইটাই এখন ইনথিং। এখন চুপচাপ আস্ত বন্দর আদানির হাতে চলে যায়। কোথাও একটিও বিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। এখন টাটাকে কে তাড়িয়ে মহা অপরাধ করেছিল, এই নিয়ে তরজা হয়। কারণ, শিল্পপতিরা মুনাফা নয়, তৈরি করেন কর্মসংস্থান, সমাজসেবার ঠিকাদারি তাঁদের। তাঁরা আমাদের স্বজন। তাই আমাদের কোনও মুক্ত অর্থনীতি নেই, আছে স্বজনপোষিত অর্থনীতি। ক্রোনি ক্যাপিটালিজম। পোষিত পুঁজিবাদ। ঠেকনা দেওয়া পুঁজিবাদ। স্বাধীন, স্বাবলম্বী মুক্তবাজার অর্থনীতি বলে কিছু নেই। স্বাধীন ভারতের উৎপত্তির আগে থেকেই ভারতবর্ষের পুঁজির ইতিহাস মূলত স্বজনপোষণের ইতিহাস।

মুক্ত অর্থনীতির নামে যা চলছে, খুব খোলা চোখে দেখলে সেটা মুক্ত অর্থনীতি না, খোলা লুটপাট। কিন্তু কোনও দল আর এই নিয়ে মুখ খোলে না। কারণ, ঐকমত্য হয়ে গেছে, যে, পোষিত অর্থনীতিই হল একমাত্র পথ। আমরা যারা ইন্টারনেটে চরে বেড়াই তারাও বিশেষ কিছু বলি না। আমরাও এই স্বজনপোষণের সুবিধাভোগী অংশ। এই লেখক-সহ আমরা উপরের ১ শতাংশ। আমরা এই পোষিত পুঁজিবাদে খুশি। অতএব এই জয়রথ রুধিবে কে?

প্রকৃতি

প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে জেগে উঠল নতুন দ্বীপ!

প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক দ্বীপ! তবে কি প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ওই নতুন দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে? সমুদ্র বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, সমুদ্র গর্ভে থাকা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পরই এই ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে জেগে উঠেছে আস্ত একটা দ্বীপাঞ্চল।

প্রায় দু-সপ্তাহ আগে নিউজিল্যান্ড থেকে টোঙ্গা পর্যন্ত প্রসারিত সমুদ্রতল রিজ আবার কেঁপে ওঠে। এই সময় আরেকটি আন্ডারওয়াটার আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতে পরিপূর্ণ ছিল। গত ১০ সেপ্টেম্বর তা থেকে লাভা ও গ্যাস বিস্ফোরিত হতে থাকে। অগ্ন্যুৎপাতের ১১ ঘণ্টা পরে একটি নতুন দ্বীপ জেগে ওঠে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ওই অঞ্চলে। সম্প্রতি ল্যান্ডস্যাট ৯ স্যাটেলাইট অপারেশনার ল্যান্ড ইমেজার-২ ওই অগ্ন্যুৎপাত ও নতুন দ্বীপটির ছবি তুলেছে। উপগ্রহ চিত্রে মনে হচ্ছে ওই দ্বীপাঞ্চল যেন জলের উপর ভাসছে। নতুন দ্বীপটি সৃষ্টি হয়েছে হুঙ্কা টোঙ্গা-হুঙ্গা হাপাই আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার ফুট ছাই ও গ্যাসে পরিপূর্ণ ছিল ওই আগ্নেয়গিরি এলাকা।

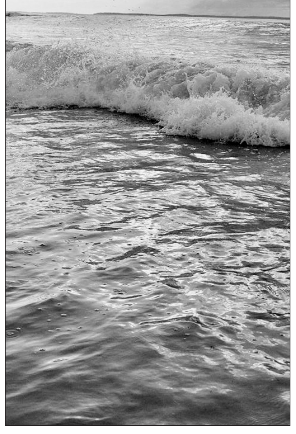

হোম রিফ টোঙ্গা-কারমাডেক সাবডাকশন জোনের মধ্যে অবস্থিত এমন একটি এলাকা যেখানে তিনটি টেকটোনিক প্লেট বিশ্বের দ্রুততম রূপান্তরিত সীমানায় সংঘর্ষ করছে। এই সাবমেরিন আগ্নেয়গিরি দ্বারা তৈরি দ্বীপগুলি স্বল্পস্থায়ী হয়।

নতুন দ্বীপটি লেট আইল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে হুঙ্কা টোঙ্গা-হুঙ্গা হাপাই আগ্নেয়গিরির উত্তর-পূর্বে এবং মউঙ্গা ওয়ানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। দ্বীপটির আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গ কিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ মিটার উচ্চতা ওই দ্বীপটির। গঠনের পর থেকে দ্বীপটি ২৪০০০ বর্গ মিটার আয়তনে ৬ একক পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটটি অন্য দুটি ছোট প্লেটের নীচে ডুবে যাচ্ছে, যা পৃথিবীর গভীরতম পরিখাগুলির একটি। সবথেকে সক্রিয় ক্ষেত্র তৈরি করেছে ওই আগ্নেয়গিরি। নাসা আর্থ অবজার্ভেটরি উল্লেখ করেছে হোম রিফ টোঙ্গা-কারমাডেক সাবডাকশন জোনের মধ্যে অবস্থিত এমন একটি এলাকা যেখানে তিনটি টেকটোনিক প্লেট বিশ্বের দ্রুততম রূপান্তরিত সীমানায় সংঘর্ষ করছে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন এই সাবমেরিন আগ্নেয়গিরি দ্বারা তৈরি দ্বীপগুলি স্বল্পস্থায়ী হয়। অবশ্য কখনও কখনও তা বছরের পর বছরও থাকতে দেখা গিয়েছে। অতীতে হোম রিফ চারবার বিস্ফোরিত হয়ে ছোট ছোট দ্বীপ তৈরি করেছিল। তা স্থায়ী হয়েছে। ১৯৮৪ সালে এবং ২০০৬ সালে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ৫০ থেকে ৭০ মিটার উঁচু পাহাড়-সহ ক্ষণস্থায়ী দ্বীপ তৈরি করেছিল। সমস্ত নাবিকদের পুনরায় পরামর্শ না দেওয়া পর্যন্ত হোম রিফ থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে যাত্রা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

জানা-অজানা

পৃথিবীতেই আছে ‘স্বর্গ’! সেই রাজ্যের ঠিকানা রইল

এই রাজা আম্পাতের দ্বীপাঞ্চলে ১৬০০টিরও বেশি প্রজাতির মাছ রয়েছে। বিশ্বের পরিচিত প্রবাল প্রজাতির ৭৫ শতাংশ পাওয়া যায় এখানেই। সৌন্দর্যে অন্তঃহীন এই এলাকায় রয়েছে শতাধিক সুন্দর প্রবাল বাগান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানেই ১৯৯৪ সালে ক্রি ইকো ডাইভ রিসর্ট খোলা হয়েছিল এখানে। স্থানীয় ডুবুরিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল এই অবিকৃত জলজ জগতে।

খুব বেশিদিনের কথা নয়। বছর ৩০ আগে ইন্দোনেশিয়ার জলে ডুবে যাওয়া যুদ্ধ বিমানের এক সৈনিকের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল ওই স্বর্গের খোঁজ। চার মাসব্যাপী ডাইভিং অভিযানে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সেখানে এমন একটি জায়গা রয়েছে, যা পৃথিবীর স্বর্গ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তিনি তাঁর দীর্ঘ চারমাস যাত্রায় যে জায়গাটি মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছিলেন তা অন্য সব জায়গার থেকে আলাদা। সেটি ইন্দনেশিয়ার পশ্চিম পাপুয়া প্রদেশে অবস্থিত। নাম রাজা আম্পাত। এই রাজা আম্পাতকে ঘিরে রয়েছে প্রবাল প্রাচীর। বলা যায় প্রবাল ত্রিভূজের কেন্দ্রস্থলে স্বর্গরাজ্যের মতো সুন্দর এই রাজা আম্পাত এলাকাটি। রাজা আম্পাত মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া নেটওয়ার্কে চার মিলিয়ন হেক্টরের বেশি বিস্তৃত। এই অঞ্চলে প্রায় ১৫০০টি দ্বীপ রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের অধিকারী এই দ্বীপাঞ্চল। কিন্তু এতটাই দুর্গম যে এই রাজা আম্পাত পর্যটন মানচিত্রে স্থান পায়নি। রাজা আম্পাত দুর্গম বলে একে পৃথিবীর শেষ স্বর্গ বলা হয়। এই রাজা আম্পাতের দ্বীপাঞ্চলে ১৬০০টিরও বেশি প্রজাতির মাছ রয়েছে। বিশ্বের পরিচিত প্রবাল প্রজাতির ৭৫ শতাংশ পাওয়া যায় এখানেই। সৌন্দর্যে অন্তঃহীন এই এলাকায় রয়েছে শতাধিক সুন্দর প্রবাল বাগান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানেই ১৯৯৪ সালে ক্রি ইকো ডাইভ রিসর্ট খোলা হয়েছিল এখানে। স্থানীয় ডুবুরিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল এই অবিকৃত জলজ জগতে।

২০০৪ সালে রাজা আম্পাতকে পশ্চিম পাপুয়ার বার্ডস হেড সিস্কেপ উদ্যোগে যুক্ত করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সংরক্ষক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা সামুদ্রিক সুরক্ষিত এলাকার একটি নেটওয়ার্ক তারি করা হয়েছিল। স্থানীয়দের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই অর্থনীতি তৈরি করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে সামুদ্রিক সংরক্ষণের চেষ্টাও শুরু হয়েছিল। এই উদ্যোগের পর মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রবাল পুনরুদ্ধার হয়েছে।

রাজা আম্পাতের মেরিন পার্কস নেটওয়ার্কে ১০টি সুরক্ষিত এলাকা রয়েছে। যা ২ মিলিটন হেক্টরের বেশি বিস্তৃত। মিসুল মেরিন রিজার্ভ ওই এলাকাকে ‘নো-টেক জোন’-এ পরিণত করেছে। এর ফলে ৩ লক্ষ একর এলাকায় সমস্ত মাছ ধরা ও শিকার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০০৭ সালে থেকে জলের নিরীক্ষণের জন্য নিজস্ব রেঞ্জার টহল নিয়োগ করা হয়েছে। তারপর থেকে মাছের জৈববস্তু গড়ে ২৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় দুই দশক আগে যখন কনজারভেশন ইন্টারন্যাশনালের ডা. গেরি অ্যালেন পাপুয়া ডাইভিং-এর হাউস রিফ কেপ ক্রি-তে ডুব দিয়েছিলেন, তখন তিনি এক ডাইভে রেকর্ড ব্রেকিং ৩২৭ মাছের প্রজাতি গণনা করেছিলেন। এক দশকে পরে সংখ্যাটি ৯০ মিনিটে ৩৭৪টি স্বতন্ত্র প্রজাতিতে পৌঁছেছে। পাপুয়া ডাইভিং-এর দুটি অবস্থান এমন এলাকায় তৈরি করা হয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী নারকেল বাগান ছিল। অর্থাৎ কোনও বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়নি।

শিন্ডের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা!

বিধায়কদের বিজেপি যোগের জল্পনা বাড়ালেন উদ্ধব ঠাকরে

নিজস্ব প্রতিনিধি: শীঘ্রই মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে নতুন মোড় আসতে চলেছে। ঠিক যেভাবে উদ্ধব ঠাকরেকে সরতে হয়েছে, সেভাবেই একনাথ শিন্ডেকেও সরিয়ে দেওয়া হবে কুর্সি থেকে। খোদ উদ্ধব ঠাকরে বলেন, যাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একনাথ শিন্ডেরা মহারাষ্ট্রে সরকার ভেঙেছে, তারাই এবার একনাথ শিন্ডেকে সরিয়ে কুর্সির দখল নেবে।

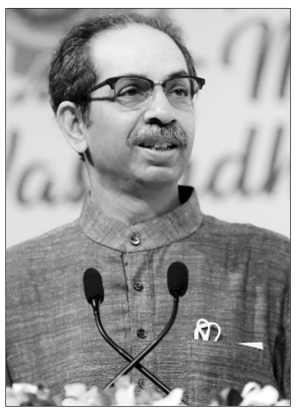

সম্প্রতি শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের মুখপত্র 'সামনা'য় এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, শিন্ডে শিবিরের ৪০ জন বিধায়কের মধ্যে ২২ জন বিধায়ক ক্ষুব্ধ। তারা খুব শীঘ্রই বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। আর তারপরই বিজেপি এককভাবে সরকার গড়ার পরিকল্পনা করতে পারে। সামনার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একনাথ শিন্ডেকে অস্থায়ীভাবে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। সকলেই প্রায় বুঝে গিয়েছে, শিন্ডের মুখ্যমন্ত্রিত্ব টলমল। এখ সকলেই বুঝে গিয়েছে, যে কোনও সময় পড়ে যেতে পারে একনাথ শিন্ডের সরকার। বিজেপি এককভাবে সরকার গঠনের চেষ্টা করছে। শিবসেনাকে ভাঙতে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। টোপ গিলে নেওয়া পর শিন্ডে শিবিরকে ধরাশায়ী করা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা বিজেপির পক্ষে। উদ্ধব শিবিরের দাবি, শিণ্ডে শিবিরের আন্ধেরি পূর্বের উপনির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিজেপি তাদের প্রার্থী দিতে দেয়নি বা বিজেপির জন্যই তারা প্রার্থী দেয়নি। শিন্ডে শিবির বিজেপির ফাঁদে পড়ে মহারাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি করে চলেছে। তাই মহারাষ্ট্রবাসী কোনওদিন ক্ষমা করবে না শিন্ডে শিবিরকে।

সামনার বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, বিজেপি শিন্ডেকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করে যাবে। যেদিন দেখবে তাঁকে দিয়ে কোনও কাজ হচ্ছে না, ছুড়ে ফেলে দেবে, সেদিন সমাগতপ্রায়। উদ্ধব শিবিরের দাবি, একনাথ শিন্ডে পুতুল মুখ্যমন্ত্রী, সব সিদ্ধান্তই নিচ্ছেন দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একনাথ শিন্ডের কাজ কেবল সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করা। সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনে উদ্ধব শিবির মহারাষ্ট্রে ভালো ফল করেছে। কংগ্রেস বিজেপিকে ধরাশায়ী করেছে তাদের গড় নাগপুরে। ফলে মহা আগাদি ফের মহারাষ্ট্রে সক্রিয়। সামনেই বৃহন্মুম্বই পুরসভার নির্বাচন। সেই নির্বাচন উদ্ধব শিবিরের কাছে চ্যালেঞ্জ। পঞ্চায়েতে ভালো ফলের পর যদি পুরসভা ভোটে চমক দেখাতে পারে উদ্ধব শিবির তবে একনাথ শিন্ডে শিবির চাপে পড়তে বাধ্য। সম্প্রতি আন্ধেরি পুর্ব কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দুই শিবসেনা শিবির মুখোমুখি হবে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু শিন্ডে শিবিরের পরিবর্তে বিজেপি প্রার্থী দেয়। এবং পরে নাম প্রত্যাহার করে। ফলে উদ্ধব শিবিরের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যান। এই উপনির্বাচনের প্রয়োজন পড়েনি আর। এদিকে শিন্ডে শিবিপের পাল্টা, যে কোনও প্রকারে তাদেরকে দুর্বল ও বিজেপির অংশ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। উদ্ধব শিবিরের দাবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ। রাজস্থানের পুষ্করে তোলা ছবি।

'খাড়গের সভাপতিত্বে কংগ্রেস আরও মজবুত হবে': সোনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। সামনে গুজরাট, হিমাচল-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। আইসিইউ-তে চলে যাওয়া কংগ্রেসকে চাঙ্গা করাই এখন খাড়গের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। ১৯৯৮ সালের লোকসভা ভোটে হারের পর সীতারাম কেশরীকে সরিয়ে কংগ্রেসের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল সোনিয়ার গান্ধীর কাঁধে। সে সময় দেশের মাত্র ৩টি রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল হাত শিবির। খাড়গে এমন একটি সময় দলের দায়িত্ব নিলেন, যখন দেশের দু'টি মাত্র রাজ্যে এককভাবে ক্ষমতায় আছে দল। নভেম্বরে হিমাচলপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। ডিসেম্বর মাসে ভোট হতে পারে মোদী-শাহ রাজ্যে। সভাপতি হিসেবে দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এখন মল্লিকার্জুনের কাছে অ্যাসিড টেস্ট বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কেননা, হিমাচল এবং গুজরাটে কংগ্রেসের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সরিয়ে কংগ্রেসকে কতটা চাঙ্গা হবে, তা নির্ভর করছে খাড়গের দল পরিচালনার উপর। যদিও এই জল্পনাকে নস্যাৎ করেছেন সোনিয়া গান্ধী। কংগ্রেসকে শক্তিশালী এবং কর্মীদের চাঙ্গা করতে খাড়গে উপযুক্ত ভূমিকা নেবেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি। ২০২৩ সাল খাড়গের জন্য একটি বড় পরীক্ষা অপেক্ষা করে আছে। কেননা, লোকসভা ভোটের আগে কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা ভোটও রয়েছে। ছত্তিশগড়, রাজস্থানে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলেও, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে দলের অবস্থা বিশেষ ভাল নয় বলে সূত্রের খবর। ফলে লোকসভা ভোটের আগে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখাও খাড়গের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে।

হিমাচলের নির্বাচনে কংগ্রেসকে অ্যাডভান্টেজ

নির্দল-কাঁটা বিজেপির বিধায়করা

নিজস্ব প্রতিনিধি: হিমাচলে বিজেপির আসন বন্টনের পরই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন বেশ কিছু নেতা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিধায়ক থেকে শুরু করে এক মন্ত্রীও। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরই যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, তাতে শামিল বিধায়ক-মন্ত্রীরাও। ১১ বিধায়কের বাদ পড়াই শুধু নয়, কয়েকজন মন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র বদলও বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আবার শুধু বিধায়ক-মন্ত্রীরা বাদ পড়ে বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত নন। অনেকে নির্দল হয়ে নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতেও শুরু করেছেন। সেখানেই উঠেছে প্রশ্ন। তবে কি বিজেপি বনাম বিজেপি লড়াইয়ে রাজনৈতিক সুবিধা পাবে কংগ্রেস। কংগ্রেসকে কি এই অ্যাডভান্টেজ নিতে দেবে বিজেপি, সেটাও একটা প্রশ্ন। ১১ জন বিধায়ক এবার বিজেপির প্রার্থী তালিকায় স্থান পাননি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক মন্ত্রীও। আবার দুই মন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র বদল করা হয়েছে। সেটাও ভালো চোখে নেননি দুই বিধায়ক সুরেশ ভরদ্বাজ ও রাকেশ পাঠানিয়া। অনেকের টিকিট না পাওয়া আবার অনেকের কেন্দ্র পছন্দ না হওয়া বিজেপিতে বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর কংগ্রেস।

বিজেপির বিদ্রোহীদের একাংশের অভিযোগ, পুরনোদের অবহেলা করে দলবদলুদের টিকিট দেওয়া হয়েছে। এমনকী আসন কেনাবেচা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে টিকিট না পাওয়া বিদ্রোহী নেতারা নির্দল হয়ে দাঁড়াতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে হিমাচল নিয়ে অস্বস্তিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অভিযোগ উঠেছে, একাধিক নেতার কেন্দ্র বদলে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে। রাজ্য বিজেপির একটা বড় অংশ এই ঘটনায় অখুশি। তাঁরা উষ্মা প্রকাশও করেছে। বাংলার মতো হিমাচলেও আওয়াজ উঠেছে, পুরনো বিশ্বস্ত নেতাদের বদলে দলবদলুদের গুরুত্ব দিচ্ছে দিল্লি। এখন দেখার বিজেপির এই উষ্মা কংগ্রেস কাজে লাগাতে পারে কি না। টিকিট না পাওয়া নেতারা যদি নির্দল হয়ে দাঁড়ান, তবে কংগ্রেস যে অ্যাডভান্টেজ পাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিরোধীদের পাশাপাশি বিদ্রোহী গেরুয়া শিবিরের সঙ্গেও ভোটে লড়তে হবে বিজেপিকে। কেননা কাঙ্গরারা ১০টি আসনের মধ্যে ৫টিতে, মান্ডিতে ১০টির মধ্যে ৫-৬টি আসনে বিদ্রোহী নেতারা নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়তে চলেছেন। ফলে এই সব কেন্দ্রে কংগ্রেস সুবিধা পেতে পারে। আবার টাকার বিনিময়ে টিকিট দেওয়া হয়েছে বলেও অনেকে অভিযোগ করেছেন। কংগ্রেসে সম্প্রতি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর হিমাচলেই প্রথম নির্বাচন হতে চলেছে। তাই এই নির্বাচন কংগ্রেসের কাছেও অগ্নিপরীক্ষার। প্রথম নির্বাচনে মল্লিকার্জুনের কংগ্রেস কতটা ভালো ফল করে তার উপর তাঁর সভাপতি হিসেবে পথ চলা মসৃণ হবে। হিমালচের পরই মোদী-রাজ্য গুজরাতে নির্বাচন।

কেরলের গ্রামের লক্ষ্য হিন্দিতে ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেরলের গ্রাম হিন্দিতে ১০০ শতাংশ সাক্ষরতার লক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। এ গ্রামে উল্লেখযোগ্য বাস পরিযায়ী শ্রমিকের। জনসংখ্যার সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তায় এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৭২ বছর বয়সী জানকী আম্মা কেরলের একটি ছোট্ট গ্রামে হিন্দির প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা জানিয়ে এই অভিনব উদ্যোগ শামিল হয়েছেন।

কেরলের গ্রামে ১০০ শতাংশ হিন্দি সাক্ষরতার জন্য একটি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তাঁকে শেখানো সংক্ষিপ্ত বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করেছেন। কেরল, তামিলনাড়ু-সহ বিভিন্ন রাজ্য যখন 'হিন্দি আরোপ'-এর প্রচেষ্টার বিরোধিতা করছে এবং নেটিজেনরা এই বিষয়টি নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে, তখন জানকী আম্মা এক সেই হিন্দি ডায়লগকে হাতিয়ার করছেন। তিনি বলেছেন, "এক ঠান্ডি আন্ধেরি রাত সাদাক পে জা রাহা হ্যায়।" অর্থাৎ একটি ঠাণ্ডা অন্ধকার রাতে রাস্তায় নেমে যাওয়া। তাঁর প্রশিক্ষক তাঁকে যা শিখিয়েছিলেন তা তিনি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেন। গ্রামের উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তায় এই ধরনের উদ্যোগ একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছে বলে মনে হয়। চেলান্নুরকে একটি সম্পূর্ণ হিন্দি সাক্ষর পঞ্চায়েত ঘোষণা করা যেমন উদ্দেশ্য, তেমনই এটা কেরলের প্রথম এবং সম্ভবত দক্ষিণ ভারতে প্রথম পঞ্চায়েত। আগামী বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসের কংগ্রেসশাসিত চেল্লানুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তৃপক্ষ ১০০ শতাংশ

দৃষ্টান্তের নাম জানকী আম্মা

হিন্দি স্বাক্ষর হয়ে ওঠার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। সেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করতেও শুরু করে দিয়েছে। এই হিন্দি সাক্ষরতা কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে তাদের প্ররোচিত করার মূল কারণ ছিল পঞ্চায়েতে অভিবাসী শ্রমিকদের বিশাল উপস্থিতি। অবশ্যই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দিকে একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যাবহার করার জন্য একটি সংসদীয় প্যানেলের সুপারিশ দেয়। দেশে একটি রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেওয়ার অনেক আগে কেরল বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। এরই মধ্যে চেলান্নুর গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পূর্ণরূপে নিজেকে পরিণত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। তাঁদের গ্রামে হিন্দিতে শিক্ষিত করার অভিযান চলছিল। এখন তা ১০০ শতাংশ পূর্ণ করাই লক্ষ্য। ৭২ বছর বয়সী জানকী আম্মা তাঁর শেখা বাক্যটি বারবার পুনরাবৃত্তি করতেন। সম্ভবত জীবন-সন্ধ্যায় এসে নতুন কিছু শেখার জন্য উত্তেজনা থেকেই তিনি নিজেকে দৃষ্টান্তের জায়গায় নিজেকে স্থাপন করেন। জানকী আম্মার মতো শত শত গ্রামবাসী বয়স, লিঙ্গ ও শিক্ষাগত বাধা অতিক্রম করে গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে হিন্দি শিখছে। পঞ্চায়েত সভাপতি নৌশির পি পি বলেন, এই প্রকল্পের লক্ষ্য ২০ থেকে ৭০ বছর বয়সী প্রতিটি গ্রামবাসীকে হিন্দি সাক্ষর হিসেবে তৈরি করা। তিনি বলেন, "আমাদের প্রকল্প এবং হিন্দি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিতর্কের মধ্যে কোনও সংযোগ নেই। প্রকল্পের ধারণা এবং অন্যান্য মৌলিক কাজগুলি গত বছর শুরু হয়েছিল। এই প্রকল্প উপস্থাপনের আগে যাঁরা হিন্দি ভালো জানেন না এবং কারা হিন্দি ভাষা শিখতে আগ্রহী তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর জন্য একাধিক কর্মশালা পরিচালিত হয়েছিল। তৈরি করা হয়েছিল একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল।"

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

ভাটপাড়া বিস্ফোরণ নিয়ে তরজা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভাটপাড়া বিস্ফোরণ নিয়ে তরজা তুঙ্গে। যে এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটেছে সেখানকার বিজেপি বিধায়ক অর্জুন-পুত্র পবন সিং । আবার ওই এলাকারই সাংসদ অর্জুন সিং বর্তমানে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। ফলত, দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঠান্ডা লড়াই প্রকাশ্যে। জুয়া খেলা নিয়ে বিস্ফোরণ হয়েছে বলে অভিযোগ অর্জুনের। অপরদিকে পবন সিং-এর দাবি পুলিশ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে না। সেই কারণে এমন ঘটনা ঘটছে দাবি পবনের।

গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার সকাল ৮টা নাগাদ ভাটপাড়ায় বোমা ফেটে মৃত্যু হয় এক কিশোরের। রেললাইনের ধারেই পড়েছিল তাজা বোমা। জানা যায়, ঘটনার ৫ ঘণ্টা পর এলাকায় এসে পৌঁছয় সিআইডি বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা। তাজা বোমাটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানোতর। প্রশ্ন উঠতে থাকে কেন বার বার ভাটপাড়া-জগদ্দল এলাকায় মুড়ি-মুড়কির মতো বোমা উদ্ধার হয়? কেন থামানো যাচ্ছে না দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য?

অশান্তির পিছনের কারণ হিসাবে জুয়ার ঠেকের রমরমাকেই দায়ী করেছিলেন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'জুয়ামুক্ত শহর করতে হবে। এর আগেও রেললাইনে বোমা পাওয়া গিয়েছিল। ওখানে এক ক্রিমিনাল আছে, জুয়া খেলে। অপরাধীরা তো কোনও ঠিক থাকে না। এরা বোম, পিস্তল নিয়ে সবসময় ঘুরে বেরোয়।' রেললাইনের ধারে বোমা ফাটার বিষয়ে অর্জুন সিংয়ের বিশ্লেষণ, 'জুয়া খেলার সময় রেল লাইনের পাশে বোমটা রেখে গিয়েছে। তারপর জুয়া খেলেছে, মদ খেয়েছে, ঘুরে চলে গিয়েছে। এরপর সকালে বাচ্চাটি ঘুম থেকে উঠে ওটি নিয়ে খেলতে গিয়ে ফেটে গিয়েছে।'

প্রশাসনের কাছে অর্জুন সিংয়ের অনুরোধ, 'আমি প্রশাসনকে বার বার বলব, অতি দ্রুত ভাটপাড়া, জগদ্দল, শ্যামনগরখ এই সব জায়গাকে জুয়ামুক্ত অঞ্চল করতে হবে।' এরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। বলেন, 'জুয়ার ঠেক খোলার কারণে, জুয়া খেলতে যাচ্ছে, সেখানে পয়সার হার-জিত হচ্ছে। তারপর গুলি চলছে। ২৬ নম্বর রেলগেটের ওখানে একটি খুন হয়েছিল। জুয়ার ঠেকের মধ্যে খুন হয়েছিল, আবার সেখানে জুয়া চালু হয়েছে। জুয়ার রাশ টানা যাচ্ছে না।' যদিও, অর্জুন পুত্রের দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। পবন সিং প্রশ্ন তুলেছেন, এত বোমা-মশলা আসছে কোথা থেকে? পুলিশ কেন ধরতে পারছে না? পুলিশ যদি এই সবের উৎপত্তি জানতে পারে তাহলেই আর এই ধরনের ঘটনা ঘটে না। পিতা-পুত্রের এ হেন প্রতিক্রিয়ায় পর উত্তাপ চড়েছে রাজনীতিতে। অর্জুন-পবনের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চোখে পড়েছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহলের।

পাঁশকুড়ায় চার বিদ্রোহী নেতাকে বহিষ্কার বিজেপির

শুভেন্দু-গড়ে বাড়ছে বিদ্রোহের আঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রামের গেরুয়া শিবিরে বিদ্রোহ নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি উত্তাল, তখন পূর্ব মেদিনীপুরেরই পাঁশকুড়ার চার বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতাকে বহিষ্কার করা হল। বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব দলবিরোধী কাজের জন্য তাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বহিষ্কৃতদের তালিকায় রয়েছেন ২০২১-এর বিজেপি প্রার্থীও।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম পাঁশকুড়া থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন সিন্টু সেনাপতি। সিন্টু রাজ্য বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের কনভেনর। সিন্টু ছাড়াও বিজেপি যাঁদের বহিষ্কার করেছে তাঁরা হলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সভাপতি প্রতীক পাখিরা, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি উত্তম সেনা ও বিজেপি নেতা কৌশিক জানা। অভিযোগ, কয়েক মাস আগে পাঁশকুড়ায় দলীয় বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিজেপির কার্যকর্তারা। তখন তাঁদের উপর চড়াও হন সিন্টু সেনাপতি ও প্রতীক হাজরা-সহ অন্যান্যরা। বিজেপির জেলা সভাপতি-সহ নেতাদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

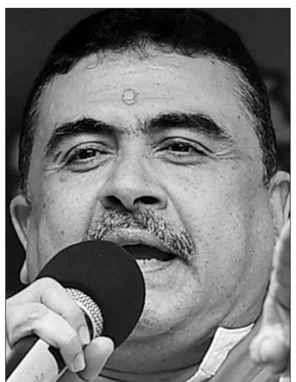

এই অভিযোগ পাওয়ার পর রাজ্য বিজেপির তরফে চার নেতাকে শোকজ করা হয়। কিন্তু শোকজের জবাবে সন্তুষ্ট হননি বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। তারপরই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে বিজেপি। চার নেতাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজেপির এই সিদ্ধান্তের পর তৃণমূল ময়দানে নেমে পড়েছে। বিজেপি নেতৃত্বকে টিপ্পনী কাটতে ছাড়ছে না তৃণমূল। শুধু পাঁশকুড়ার এই বহিষ্কারের ঘটনাই নয়, বিদ্রোহের আগুন লেগেছে নন্দীগ্রামেও। নন্দীগ্রামে বিজেপির দুই বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা ইতিমধ্যেই পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তারপর তাঁদের অনুগামী নেতারাও দল ছাড়ার হুমকি দিয়ে রেখেছেন। তারপরই নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতারা সদলবলে আসরে নেমে পড়েছেন। গেরুয়া শিবিরে ভাঙন ধরাতে তাঁরা সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। নন্দীগ্রামের দুই বিক্ষুব্ধ নেতা জয়দেব দাস এবং বটকৃষ্ণ দাস সাংবাদিক বৈঠক করে দলের পদ ছাড়েন। তারপর একদিন না কাটতে কাটতেই তাঁদের বাড়িতে সোমবার হঠাৎ হাজির হন নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতারা। নন্দীগ্রাম ব্লক তৃণমূলের সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ-সহ অন্যান্য নেতারা বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতাদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। সরাসরি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। পাঁশকুড়ার পর নন্দীগ্রামে বিজেপিতে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। ফলে বিজেপির এই কোন্দলে নতুন জল্পনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতারা পাড়ি জমাবেন তৃণমূলে। শীঘ্রই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার হিড়িক শুরু হবে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত। পঞ্চায়েতের আগে বিজেপিতে বিদ্রোহ ক্রমেই চওড়া হওয়ায় সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করছে গেরুয়া শিবির।

গঙ্গা থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল কুমির

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনভিপ্রেত অতিথি বোধহয় একেই বলে। প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হতে চলেছে এমনটা। গাজিয়াবাদে কুমিরের ঘরে ঢুকে পড়ার ছবি ইতিমধ্যে অনেক দেখা গিয়েছে। এবার মেরঠেও একটি বাড়িতে ঢুকে পড়েছে কুমির। মঙ্গলবার গভীর রাতে গঙ্গা নদী সংলগ্ন ফতেপুর প্রেমপুর গ্রামে এক বাড়িতে ঘটে এই কুমিরের আগমন। গ্রামের একটি বাড়িতে কুমির ঢুকে পড়ায় আতঙ্কে কৃষক পরিবার। তাঁরা তড়িঘড়ি করে বন বিভাগে খবর দেন। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দফতরের কর্মীরা। এরপর প্রায় চার ঘণ্টা চলে উদ্ধার অভিযান। বন বিভাগের উদ্ধার অভিযান চলার সময় কুমিরটি ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের একটা আখের ক্ষেতে ঢুকে পড়ে। অনেক চেষ্টার পর কুমিরটিকে ধরতে সক্ষম হন বন বিভাগের কর্মীরা। পরে কুমিরটিকে তাঁরা গঙ্গা নদীতে ছেড়ে দেন।

বন বিভাগের কর্মকর্তাদের মতে, হস্তিনাপুর ফরেস্ট সেঞ্চুরি রেঞ্জে অনেক কুমির আছে এবং সেটা কুমিরদের বসবাসের স্থান। অনেক সময়েই সেখানকার কুমিররা পথ হারিয়ে খাল ও মাঠে ঢুকে পড়ে। আবার এও দেখা গিয়েছে যে মাঝে মাঝে সেই কুমির স্থানীয় গ্রামের কিছু জায়গায় পৌঁছে যায়। যদিও এমন ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি হয়নি। এই কুমিরটিকেও আগের মতো আবার গঙ্গা নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বন আধিকারিক সুভাষ সিং জানান, এক কৃষকের বাড়িতে কুমির ঢুকে পড়ার খবর ফোনে তাঁরা পেয়েছিলেন। এর পর তাৎক্ষণিক দলকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। চার ঘণ্টা চেষ্টার পর কুমিরটিকে সফলভাবে উদ্ধার করা হয়। এর পর কুমিরটিকে গঙ্গা নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, হস্তিনাপুর অভয়ারণ্যে প্রচুর পরিমাণে কুমির রয়েছে, যেগুলো মাঝে মাঝে সেখান থেকে বেরিয়ে জনবহুল এলাকায় প্রবেশ করে।

কিছুতেই বাংলা ভাগ নয়, প্রচারে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বছর শেষ হতে না হতেই পঞ্চায়েত ভোটের দামামা বেজে যাবে। আগামী বছর মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে ভোট হতে চলেছে পঞ্চায়েতে। তাই হাতে সময় প্রায় নেই বললেই চলে।

এর মধ্যে বিরোধীদের বিশেষ করে বিজেপি-র ধর্মীয় মেরুকরণ ও কুৎসার রাজনীতিকে প্রতিহত করাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের। পঞ্চায়েত প্রস্তুতিতে তাই ধর্মীয় মেরুকরণ নয়, উন্নয়নকে মাথায় রেখেই প্রচারে নামতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিশেষ করে মালদহ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত এইভাবেই প্রচারে ব্যস্ত থাকবে তৃণমূল নেতৃত্ব।

উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় এই চ্যালেঞ্জটাই নিয়েছেন বুথ নেতৃত্ব থেকে ব্লক নেতৃত্ব পর্যন্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি জোর করে বঙ্গভঙ্গ করতে চাইছে। উত্তরবঙ্গকে আলাদা করতে চাইছে। প্ল্যান বি হিসেবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার কথা ভেবে রেখেছে তারা। এখানেই প্রতিবাদে গর্জে উঠতে দলের কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন নেতারা। দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের এই বিষয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাতে বলছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিছুতেই বাংলা ভাগ হতে দেবেন না তাঁরা, এই সংকল্প নিয়েই পঞ্চায়েতের আগে মাঠে নামছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের এই বিষয়ে প্রচারে জোর দিতে বলা হয়েছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, "বিজেপি অনেকদিন থেকেই বাংলা ভাগের চক্রান্ত করছে। না হলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দিকে তারা এগোবে। কিন্তু আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এটা কোনওদিনই হতে দেব না। ধর্মীয় মেরুকরণ করে বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানো যাবে না।

সার্বিকভাবে দেখতে গেলে বিজেপি উত্তরবঙ্গের দিকেই বেশি টার্গেট করে থাকে ভোটের কারণে।

২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই উত্তরের ৮টি জেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশকে শিরোধার্য করে একদিকে উন্নয়ন, অন্যদিকে ধর্মীয় বিভাজনকে রুখে দিতে মাঠে ময়দানে বক্তৃতা শুরু করেছেন দলীয় নেতৃত্ব। জেলাজুড়ে বিজয়া সম্মিলনীর সভাগুলি ছাড়াও ছোট ছোট সভায় নিজেদের কথা তুলে ধরছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করলেও, উত্তরের বেশ কয়েকটি জেলায় ফল মনমতো হয়নি। তাই পঞ্চায়েতে উত্তর টার্গেট তৃণমূলের।

নবান্নে মুখোমুখি শাহ-মমতা, আরও চার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইস্টার্ন জোনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠক এবার এ রাজ্যেই হচ্ছে। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৫ নভেম্বর বৈঠকের সভাপতিত্ব করতে কলকাতায় আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মূলত পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হবে। আন্তঃ রাজ্য সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সীমান্ত নিয়েও আলোচনা হবে এই বৈঠকে। এ রাজ্যের পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, সিকিমের মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবে। তবে এ রাজ্যে এই ধরনের হাইপ্রোফাইল বৈঠক নতুন নয়, এর আগেও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে নেতৃত্বে কলকাতাতে

এই সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠক হয়েছে। এবারের বৈঠককে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে ইস্টার্ন জোনাল সিকিউরিটির কাউন্সিলের বৈঠকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবেই ধরছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই বিষয় নিয়ে নবান্নের তরফে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এই সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠকে সদস্য হচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাই। যদিও সে ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁদের মনোনীত সদস্যদের প্রতিনিধি করেও পাঠাতে পারেন এই বৈঠকে।

তবে সব ঠিকঠাক থাকলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হতে পারেন বলেও মনে করছে প্রশাসনিক মহল। সাম্প্রতিক সময়ে গরু পাচার-সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রের সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মনে করা হচ্ছে এবার এর ইস্টার্ন জোনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠকে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। এই বিষয় নিয়ে পর্যালোচনার জন্য মঙ্গলবার মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি বৈঠকও হয় নবান্নে।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

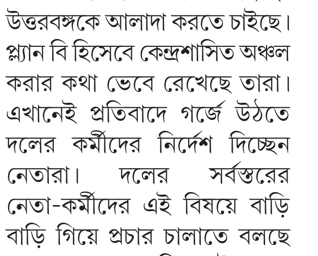

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- **মনিরুল করিম** (হারুদা)

মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

নারী শিক্ষার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্যে থেকে যেমন আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ীর মতো মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আবদুল্লাহ, কারীমা বিনতে মিকদাদ, উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহুন্নার মতো মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা, ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দ্বীনি-শিক্ষা লাভ করতেন।

প্রথম পর্ব

জ্ঞানার্জনের কোনও বিকল্প ইসলামে নেই। সুতরাং ইসলাম জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। ফলে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে শামিল হয়েছিল। পরবর্তীতে আববাসীয় ও উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য না করে উভয়কে সমানভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে। কোরানের নির্দেশও তাই। কোরান সকল পাঠককেই আদেশ করছে পড়তে, চিন্তা-গবেষণা করতে, অনুধাবন করতে, এমনকী বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রথম যে ওহী নাজিল হয় তার প্রথম শধ ছিল 'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ করো। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই পাঠ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মতো নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত সর্বদা জ্ঞানার্জনে ব্রতী থাকা। এমনকী তিনি ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দান করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তৃতার আসরে যোগ দিতেন। বদর যুদ্ধে বন্দিদের শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে কেউ দশজন মুসলিমকে বিদ্যা শিক্ষা দেবে তাদের প্রত্যেককেই বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ইসলামে ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেওয়া হয়নি, বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পুরুষগণ যেমন দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করতেন, নারীগণও তদ্রূপ করতেন। নারীদের জন্য সময় নির্ধারিত করা হত এবং সেই সময়ে তাঁরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হতেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ, বিশেষ করে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বড় বড় সাহাবী ও তাবেয়ীগণ হাদিস তাফসীর ও ফিকহ শিক্ষা করতেন। সম্ভ্রান্ত লোকদের তো কথাই নেই, দাস-দাসীদের পর্যন্ত শিক্ষা দান করার জন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন।

অতএব, মূল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষার প্রকারে পার্থক্য আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, তদ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিণীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যা এক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। এ ছাড়া তার জন্য ওই সকল বিদ্যা শিক্ষারও প্রয়োজন যা মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন করতে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপর কোনও নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এই সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত এই যে, কোনও অবস্থায়ই সে শরীয়তে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না। শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষালাভে ব্রতী হতে হবে।

ইসলাম যেভাবে পুরুষের উপর শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন ফরয করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি এটা ফরয করে দিয়েছে নারীদের উপর। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমদের তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণায় তিনি পুরুষ বা মহিলা কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেননি। তিনি আরও বলেছেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই ফরয।" এখানেও নর ও নারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য না করে পুরুষ ও মহিলা উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা মানবজাতিকে ধবংস হতে উদ্ধার করার লক্ষ্যে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই বাণী সে যুগে এমন নজিরবিহীন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও নারীর কোনওরকম ইজ্জত-সম্মান ছিল না। তথাকথিত উন্নত জাতির লোকেরাও নারীদেরকে মানবের স্তর থেকে বহিষ্কার করে জীব-জন্তুর স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। মহান আল্লাহ অশেষ রহমত করে তাঁর প্রিয়নবি মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার মাধ্যমে শুধু পুরুষদেরকেই নয়, বরং নারীদেরকেও সঠিক মানবতা ও মর্যাদার উঁচু চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। বর্বরতার যুগে ক্রীতদাস-দাসীদের মান-ইজ্জত বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে তারাও এত উচ্চ আসনে আসীন হয়েছে যে, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরাও তাদের কাছ থেকে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণে মুখাপেক্ষী হয়েছেন।

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্যে থেকে যেমন আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ীর মতো মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আবদুল্লাহ, কারীমা বিনতে মিকদাদ, উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহুন্নার মতো মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা, ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দ্বীনি-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎ রূপে কওমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার জন্য নারী জাতিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদিসে তাকীদ দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষাকে যেরূপ জরুরি মনে করা হয়েছে, মহিলাদের জন্যও তেমনি আবশ্যক মনে করা হয়েছে। পুরুষরা যেমন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তালিম গ্রহণ করতেন, তেমনি করতেন নারীরাও। শুধু সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকেই নয়, বরং দাসীদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুখারি শরিফে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যার কাছে কোনও দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালোভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয় এবং মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।"

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

আলোর মালা

স্বপন মুখোপাধ্যায়

আলোর মালা দে সাজিয়ে
কার্নিশে কার্নিশে,
আসছে রে মা শক্তিময়ী
ভাবনা আবার কীসে।

বিবশ মনের দুষ্ট অমা
যায় যদি যাক মুছে,
জ্ঞান গরিমার সূর্য উঠুক
সব যাতনা ঘুচে।

চাওয়া পাওয়ার ভ্রান্তিগুলো
ফুল হয়ে আজ ফুটুক,
কালো রূপের আরাধনায়
জগৎ মেতে উঠুক।

ওই বুঝি শোন বাজছে নূপুর
মুক্তকেশীর পায়ে,
আয় জুড়োবি আকুল পরাণ
কালের দখিন বায়ে।

ইচ্ছাময়ীর অপার হাসি
মুক্তো কণায় ঝরুক,
বিশ্ব মাঝে সত্যিকারের

দীপাবলি

অলোক কুমার প্রামাণিক

আজকে হলেও অমার রাতি
পথ'টা পুরো' ই আলোকিত,
সারি সারি মোমের বাতি
সরিয়ে আঁধার পুলকিত।

হরেক রকম বাজি ফেটে
দিচ্ছে ভেঙে জমাট কালোর,
আকাশ ছুঁতে তুবড়ি ছোটে
ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি আলোর।

পুড়ছে যেন বাজির গাড়ি
গন্ধে ধোঁয়ায় ঝালাপালা,
বারুদ মেখে বাতাস ভারী
শধে কানের ধরছে তালা।

চরকি জ্বলা খুকুর হাতে
ঝরছে যখন হাসি তার,
নিকষ কালো অমার রাতে
চন্দ্রকলাও মানবে হার।।

আলোর বাজির স্নিগ্ধ আলো
খেললে এমন পাড়ায় হোলি,
উৎসব'টাও লাগবে ভালো
সত্যিকারের দীপাবলি।।

দীপাবলির পূণ্য স্রোতে

সুজন দাশ

দীপাবলির আলোয় ভেসে
যাক কালো সব দূরে,
কষ্ট-ব্যাধি দুঃখ-জরা,
মনের ক্ষত-বনের খরা
সবটুকু যাক উড়ে।

অসুর দানব অত্যাচারী
নিপাত করো মাগো,
শুভবোধের জ্বালাও বাতি
যাক ঘুচে সব আঁধার রাতি
চাইছি তুমি জাগো!

হিংসা বিভেদ করছে যারা
ছড়াচ্ছে রাগ ঘৃণা,
সরাও তাদের মনের কালি
ফুটাও মনে জ্ঞানের ঢালি
বাজাও শান্তি বীণা।

প্রীতি প্রেমের পরশ আনো
দয়ার দুয়ার খুলো,
গরিব দুখির কষ্ট ঘুচাও
দারিদ্র্যতার অশ্রু মুছাও
সাম্যে নোঙর তুলো।

ভাইফোঁটা

অষ্টপদ মালিক

ভাইয়ের কপালে বোনের ফোঁটা
প্রীতিময় টান
একেই বলে ভাতৃদ্বিতীয়া
বহে খুশির বান।

ধনী গরিব জাত-পাত
নেই কোনো বাধা
ভাই-বোন মিলে মিশে
এক সুতোয় বাঁধা।

মনে মনে জনে জনে
শপথ করা চাই
এমন মধুর সম্পর্ক
ভেঙে দিতে নাই ।

চিরকাল ভাই-বোন
সুখী যদি হয়
আঁধার ভরা এ সমাজ
হবে আলোময় ।

ভ্রাতৃত্ব

স্বাগতা ভট্টাচার্য

একলা ঘরে বোনটি কাঁদে,
আজকে ফোঁটার দিনে।
মা'কে বলে ফোঁটা দিতে,
ভাই এনে দাও কিনে।

মেয়ের এমন কথা শুনে,
মায়ের মুখও কালো।
মা বলে তুই ভাঙা ঘরে,
আমার চাঁদের আলো।

দ্যাখ চেয়ে তুই অনাহারে,
কাঁদছে কত শিশু।
ওরা সবাই তোরই তো ভাই,
ওরাই কৃষ্ণ-যিশু।

দই হলুদের বাটি নিয়ে
ওদের ফোঁটা দিলে।
ভাই পাবি আর দেখবি কত,
মনেও শান্তি মিলে।

দুটি ছড়া

বিদ্যুৎ মিশ্র

১
ভাই-বোনেদের ভালোবাসা
যায় না বোঝা দেখে
খুনসুটি আর ঝগড়াঝাঁটি
আদর সোহাগ মেখে
প্রতিক্ষণেই দেবে খোঁটা
তবু এলে যে ভাইফোঁটা
উঠবে মেতে সবাই মিলে
হিংসে বিবাদ রেখে।

২
কী হয়েছে ভাইটা আমার
গেছে বিদেশ ভুঁই
দুরে গেলেও বোনের আশিস
আজও পাবি তুই।
ভাই-বোনেদের প্রেমটা এমন
হৃদয় জুড়ে থাকে যেমন
সারাজীবন ভালোবাসায়
ফুটবে টগর জুঁই ।

ভাই ফোঁটা

শশাঙ্ক সরকার

আমার যদি থাকত দিদি
কপালে ঠিক দিত ফোঁটা,
ঠিক জানি তা হতই হত
আকাশ ছোঁয়া মিষ্টি ওটা।

থাকত জানি দিদির হাতে
যম দুয়ারে ফোঁটার পরে,
যত্ন নিয়ে ভালবেসে
যৎ সামান্য রান্না, ঘরে।

কিংবা যদি ছোট্ট বোনের
হাতড়ে কপাল কাঁচা হাতে,
গালে চুলে কিংবা নাকে
পড়ত ফোঁটা, কী দোষ তাতে।

বোন ও দিদির ভাই হলে ঠিক
যা সব পেতাম অবহেলে,
উঠত ভরে বুকটা আমার
যেতাম উড়ে ডানা মেলে।

বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপার অনন্য ছবি চমকে দিল বিশ্বকে

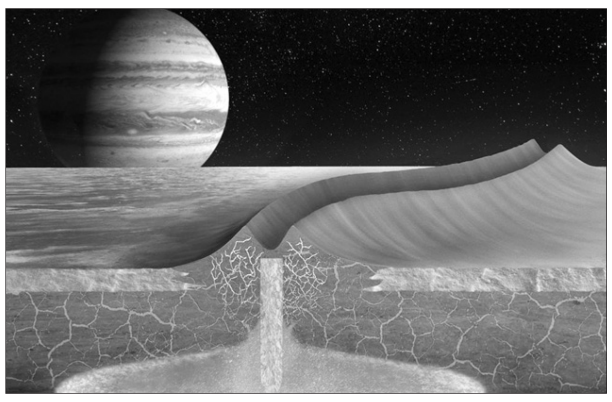

নিজস্ব প্রতিনিধি: সেপ্টেম্বরের শেষে নাসার প্রকৌশলীরা তাঁদের তৈরি জুনো ক্যাম বৃহস্পতির চারপাশে উড়িয়েছিল। তখনই বৃহস্পতির চাঁদ ইউরোপার এক অনন্য ছবি ক্যামেরাবন্দি করে জুনো। সেই ছবি দিয়ে বিশ্বকে চমকে দিল নাসার জুনো ক্যাম। নাসার জুনো ক্যামে ধরা পড়ে লবণাক্ত মহাসাগরের ছবি। যা পৃথিবীতে নেই, তা কি রয়েছে বৃহস্পতির উপগ্রহে! শুরু হয়েছে জল্পনা।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নাসার প্রকৌশলীরা বৃহস্পতির কক্ষপথে ঘোরার সময় উপগ্রহ ইউরোপার অন্বেষণ শুরু করে। ওই ইউরোপার ভূত্বকের নীচে লবণাক্ত মহাসাগর রয়েছে বলে মনে করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪৫০ কিলোমিটার উপরে গিয়ে বৃহস্পতির চাঁদের সন্ধানে চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরতে সমর্থ হয়। ২৯ সেপ্টেম্বরের পরে নাসার জুনো ক্যাম থেকে বেশ কিছু ডাটা আসে। রংবেরংয়ের ছবি পায় নাসা। নাসা এরপর বরফের বিশ্বের নানা রং প্রকাশ করে। তার মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জীবন ও অবস্থানের লক্ষণগুলি খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানিয়েছেন। চিত্রগুলি ভূপৃষ্ঠের অনন্য শৈলশিরা এবং দিবা-রাত্রির সীমানার পাশে একটি ভূখণ্ড প্রকাশ করে বলে নাসা জানিয়েছে।

ওই ছবিতে ভূখণ্ডটি এবড়োখেবড়ো বলে মনে হয়। সেখানে গর্ত ও খাদ রয়েছে। এবং অসংখ্য উজ্জ্বল এবং অন্ধকার পর্বতমালা রয়েছে। ছবিতে স্পষ্ট হয়েছে বৃহস্পতির চাঁদ হাজার হাজার বছর ধরে সহ্য করে যাচ্ছে টাইটোনিক চাপ। জুনো ক্যালানিশ ক্রেটারও তুলেছিল, যা নীচের ডানদিকে একটি বৃত্তাকার বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রদর্শিত হয়। জুনো প্রধান তদন্তকারী স্কট বোল্টন বলেন, ২০১৩ সালে আমাদের ফ্লাইবাই অফ আর্থ দিয়ে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা যে চিত্র পেয়েছি। বৃহস্পতির ফ্লাইবাই বিজ্ঞান ও শিল্প উভয়ের দিকেই আকৃষ্ট হয়। তারা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নতুন আবিষ্কারের জন্য আমাদের ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউরোপা থেকে সম্প্রতি যে চিত্রগুলি পাওয়া গিয়েছে, সেখানে বরফের উপরে এবং নীচে উভয় ক্ষেত্রে কী লুকিয়ে থাকতে পারে তা বিশদ জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। জুনোক্যাম ২৯ সেপ্টেম্বরের মিশনে ফ্লাইবাই অফ ইউরোপায় চারটি ছবি তুলেছে। নবনীত কৃষ্ণান প্রক্রিয়াকৃত চিত্রটিতে বৃহত্তর পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিত্রের হালকা প্রক্রিয়াকৃত সংস্করণের থেকে বেশি আলাদা করে তোলে। চিত্রগুলিতে গর্তগুলিকে ছোটো ব্লক করে দেখানো হয়েছে। এইভাবে তা গবেষণার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতি সেকেন্ডে ২৩.৬ কিলোমিটার গতিতে ওড়ার সময় ইউরোপার চারপাশে থাকা কয়েক মিনিটের মধ্যে জুনো ডেটা সংগ্রহ করেছিল। নাসা চাঁদের মহাকর্ষীয় টানের সুবিধা নিতে ফ্লাইবাই ব্যবহার করেছিল। জুনো গতিপথ পরিবর্তন করে বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করতে ৪৩ থেকে কমিয়ে ৩৮ দিন করেছিল।

ডার্ট মিশনে বিরল আভার দর্শন জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি নাসা ডার্ট মিশনে গিয়েছিল। পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসা এক গ্রহাণুকে বিনাশ করে দিয়েছিল মহাকাশেই। কী ঘটেছিল মহাজাগতিক সেই সংঘর্ষের সময়? নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের সৌজন্যে দর্শন মিলেছিল এক বিরল আভার। সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই মুহূর্তে তা ভাইরাল হয়ে যায়।

পৃথিবী থেকে এক রোবটযান যখন ডিমারফোসে আঘাত করে তারপর কী ঘটে তা জানার জন্য বিশেষ একটি রকেটও পাঠিয়েছিল নাসা। সেই রকেট ছবি তোলরা জন্য পাঠানো হয়েছিল। পাঠানো হয়েছিল নমুনা সংগ্রহ করার জন্য। সেই নমুনা সংগ্রহের পর তা নিয়ে গবেষণা চলছে। কিন্তু এরই মধ্যেই জেমস ওয়েব যে বিরল আভার দর্শন করিয়েছে, তা মাত করে দিয়েছে বিশ্বকে। জেমস ওয়েব যে এই মুহূর্তে মহাকাশে সবথেকে শক্তিশালী মানমন্দির বা ওয়েব টেলিস্কোপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাবল টেলিস্কোপের থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে জেমস ওয়েব আজ মহাকাশকে আরও ভালো করে চিনিয়ে দিচ্ছে। ডার্ট মিশনে নাসা গিয়েছিল একটি প্রযুক্তি পরীক্ষা করতে, তাতে কতটা সফল হল তারা, সেটি নিয়েই চলছে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা। জেমস ওয়েব ও হাবল ওয়েব উভয় টেলিস্কোপই ইভেন্ট থেকে যে ছবি প্রকাশ করেছে, তাতে সিস্টেমের উজ্জ্বলতা তিন গুণ বেড়েছে। আঘাতের পরে আট ঘণ্টা স্থির ছিল সেই উজ্জ্বলতা। নর্দান অ্যারিজোনা

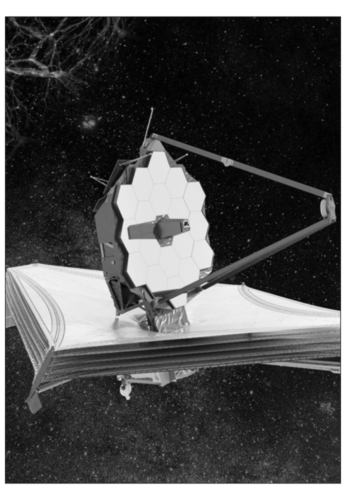

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান তদন্তকারী ক্রিশ্চিনা থমাস একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ওয়েব মিশনের এই অপারেশন অসাধারণ প্রশংসার দাবি রাখে। এই মিশন সফল হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি। ডার্ট মিশনের সাফল্যের পর যে ছবি তুলে ধরেছে জেমস ওয়েব, তা থেকে অনেক পর্যবেক্ষণ উঠে আসবে।

নাসা একটি অ্যানিমেশন প্রকাশ করেছে, যে অ্যানিমেশনে দেখায় একটি কমপ্যাক্ট কোর থেকে আসা উপাদানের প্লুমগুলি, যা দূর থেকে লক্ষ্যণীয়। অ্যানিমেশনে উজ্জ্বলতর একটি এলাকাও দৃশ্যমান। ওয়েব টেলিস্কোপ মোট ৫ ঘণ্টার বেশি প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছে। মোট ১০টি ছবি ধারণ করেছে। ইভেন্টটি ক্যাপচার করার জন্য, ওয়েবের জন্য সেট করা মূল গতিসীমার তিনগুণ বেশি দ্রুত চলা গ্রহাণুগুলি ট্র্যাক করার একটি পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিল।

শুধু জেমস নয়, হাবলও বেশ কিছু পর্যবেক্ষণে সফল হয়েছিল। হাবল টেলিস্কোপ ইতিমধ্যেই প্রভাবের আগে গ্রহাণু এবং মহাকাশযানকে ট্র্যাক করেছিল এবং চাঁদের পোস্টের প্রভাবকেও অনুসরণ করেছিল। মহাকাশযানটি ডিমারফোসের সঙ্গে সংঘর্ষের ঠিক আগে এবং পরে মোট ৪৫টি ছবি তুলেছিল। হাবলের ওয়াইড ফিল্ড ক্যামেরা থেকে প্রাপ্ত চিত্রগুলিতে গ্রহাণুর শরীর থেকে প্রসারিত রশ্মির আভাস দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের রশ্মি দেখে কৌতুহল জেগেছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে।

মঙ্গলে জলের সন্ধান পেলেন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গল গ্রহে জীবনের সন্ধানের খোঁজে আজও হন্যে হয়ে ঘুরছেন পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তার আগে তাঁরা নিশ্চিত করতে চাইছেন মঙ্গলে জল ছিল কি না। এরই মধ্যে নানা বিজ্ঞানী নানা মত দিয়েছেন। তবে সম্প্রতি গবেষণা রিপোর্টে উঠে এসেছে মঙ্গলে রয়েছে তরল জল। জলের স্রোত বইছে মঙ্গলে। ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরছে তাঁদের গবেষণায়।

ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় জানিয়েছেন, রাডার ব্যাতীত অন্য ডেটা ব্যবহার করে তাঁরা জানতে পেরেছেন মঙ্গলের দক্ষিণ মেরুতে বরফের নীচে তরল জল রয়েছে। তাঁরা সেই প্রমাণ পেয়েছেন মঙ্গলে। এখন পর্যন্ত এই গবেষণা মঙ্গলের জলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা একইসঙ্গে জানিয়েছেন, এই তরল জলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে এই নয় যে, মঙ্গলে প্রাণ আছে। গবেষণায় জানা গিয়েছে, পৃথিবীর মতো মঙ্গল গ্রহের উভয় মেরুতে বরফের ছিদ্র রয়েছে, যেখানে গ্রিনল্যান্ড আইস শীটের নীচে জলের স্রোত রয়েছে। পৃথিবীর বরফের শীটগুলি জলে ভরা। বরফের নীচে গ্র্যান্ড সাবগ্লাসিয়াল হ্রদ রয়েছে। মঙ্গলের গবেষণায় এখন পর্যন্ত মনে করা হচ্ছে গ্রহের শীতল আবহাওয়ার কারণে মঙ্গলে বরফের স্তর পড়ে গিয়েছে, তার নীচে জল রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে যে প্রমাণ উঠে এসেছে, তাতে মঙ্গল গ্রহে উপগ্লাসিয়ার তরল জলের অন্তত একটি অঞ্চলের অস্তিত্ব রয়েছে। তরল জলের স্রোত থাকার সম্ভাবনা প্রবল বলে তাঁরা জানিয়েছেন উপযুক্ত প্রমাণ দিয়েই। বরফের নীচে জল রাখার জন্য মঙ্গলগ্রহ ভূ-তাপীয়ভাবে সক্রিয় বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, শেফিল্ড ইউনিভার্সিটি, ওপেন ইউনিভার্সিটি, ন্যান্টেস ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিনের বিশেষজ্ঞদের সহ আন্তর্জাতিক দল বরফের ক্যাপের উপরের পৃষ্টির আকৃতির স্পেসক্র্যা লেজার-অল্টিমিটার পরিমাপ ব্যবহার করে তার উচ্চতার নিদর্শন শনাক্ত করেছে।

শেফিল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ফ্রান্সিস বুচার বলেন, এই গবেষণাটি এখনও পর্যন্ত সেরা। মঙ্গলে আজ তরল জল রয়েছে কারণ এর অর্থ হল পৃথিবীতে সাবগ্লাসিয়াল হ্রদগুলি অনুসন্ধান করার সময় আমরা দুটি মূল প্রমাণ খুঁজব বলে মনে করেছিলাম। সেই দুটি প্রমাণ এখন মঙ্গল গ্রহের পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা বলেন, তরল জল জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান যদিও এর মানে এই নয় যে মঙ্গলে প্রাণ আছে। তা জানার জন্য আরও গবেষণার দরকার। ২০২১-এর ৬ অগাস্ট নাসার পারসিভারেন্স রোভারের তোলা ছবিতে মঙ্গলের শিলায় একটি ছিদ্র দেখা যায়। সেই অংশের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষকরা জানতে পারে, দক্ষিণ মেরুর নীচে জল সত্যিই লবণাক্ত। সেখানে কোনও জীবাণু বা জীবের অস্তিত্ব থাকা কঠিন। তবে আশা করা যায়, অতীতে যখন প্রাণ থাকার উপযুক্ত অবস্থা ছিল।

ভারতের প্রথম মঙ্গলযানের যাত্রা শেষ থেমে গেল এক দশকের পথ চলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিঃশব্দেই থেমে গেল পথ চলা। ভারতের প্রথম মঙ্গলযান যাত্রা শুরুর এক দশক পর বিদায় জানাল। ইসরোর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অবশেষে। এই অক্টোবরেই এক দশকের যাত্রা শেষ হয় ইসরোর 'মার্স অরবিটার মিশন' বা 'মম'-এর। জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় শেষ হয় ভারতের প্রথম মঙ্গল গ্রহের অভিযান।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো এক দশক আগে মার্স অরবিটার মিশনের মাধ্যমে মঙ্গল গ্রহে অভিযান শুরু করে। ২০১৩ সালে মঙ্গলযান পাঠানোর পর থেকে তা মঙ্গলে কাজ করে চলছিল। কিন্তু তার ব্যাটারিকে আর জাগিয়ে তোলা যাচ্ছে না। ফলে মঙ্গলের বুকে আর তা কাজ করতেও পারছে না। ইসরো তাই বাধ্য হল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে। যদিও মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর পক্ষ থেকে এখনও কোনও ঘোষণা করা হয়নি। কাজেই লাল গ্রহকে প্রদক্ষিণকারী মহাকাশযানটি ফের বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা এখনও চলছে কি না, সেই জল্পনা থেকেই যাচ্ছে। তবে সংবাদ সংস্থা পিটিআই এই মঙ্গল অভিযান রদের বার্তা দিয়েছে ইসরোর একটি সূত্র মারফত।

ইসরোর এক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ভারতের মঙ্গলযানটিতে আর কোনও জ্বালানি অবশিষ্ট নেই। স্যাটেলাইটের ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছে। এমনকী ইসরোর সঙ্গে মহাকাশযানটির সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলে একের পর এক গ্রহণ হয়েছে। সাত থেকে সাড়ে সাত ঘণ্টা ধরে চলেছে এক-একটি গ্রহণ। তার ফলেই ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তাঁকে জীবিত করা যাচ্ছে না। ইসরো আগেই জানিয়েছিল, মঙ্গলযানের ব্যাটারিগুলি এমনভাবেই নকশা করা হয়েছিল, যা ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত গ্রহণ সহ্য করতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি যে ধরনের গ্রহণ হয়েছে মঙ্গলে, তা ওই সময়কাল পেরিয়ে আরও অনেকটাই বেশি। সেই সময়কাল পেরিয়ে যাওয়ায় ব্যাটারির সব শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে।

মঙ্গলে এই মার্স অরবিটার মিশন জারি ছিল ৯ বছরেরও বেশি সময়। অথচ ইসরো নকশাটা করেছিল মাত্র ছ-মাসের জন্য। ছ-মাস আয়ুর যান ন-বছর চলেছে সেটাই অনেক। ২০১৩ সালে মঙ্গলযানটিকে একটি পিএসএলভি-সি২৫ রকেটের মাধ্যমে মঙ্গলের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছিল। এটিই ছিল ভারতের প্রথম আন্তঃগ্রহ মহাকাশ অভিযান। ইসরো এই অভিযানের মাধ্যমে বার্তা দিয়েছিল ভারতও অন্যগ্রহে অভিযান করতে পারে। সেটা বাকি বিশ্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল তারা। এই অভিযান ভারত খরচ করেছিল মাত্র ৪৫০ কোটি টাকা। এবং এই অভিযানকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল সবথেকে সাশ্রয়ী মঙ্গল অভিযান হিসেবে। সেই অভিযান শেষ হল অবশেষে। মহাকাশ যানটিতে পাঁচটি যন্ত্র ছিল। মার্স কালার ক্যামেরা, থার্মাল ইনফ্রারেড ইমেজিং স্পেকট্রোমিটার, মিথেন সেন্সর ফর মার্স, মার্স এক্সোস্ফেরিক নিউট্রাল কম্পোজিশন অ্যানালাইজার এবং বাইম্যান আলফা ফটোমিটার। ইসরোর প্রাক্তন প্রধান কে সিভান জানিয়েছিলেন, ২০২১ সালে চন্দ্রযান-৩ অভিযানের পর ভারত মঙ্গলযান-২ অভিযান করবে। অবশ্য সেই অভিযান এখনও শুরু হয়নি।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

নম্বর 'ওয়ান' এমবাপে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘদিন পরে ভেঙে গেল লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর রাজত্ব! সেই রাজত্বে ভাগ বসিয়ে ফেললেন তরুণ বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। মেসি, রোনাল্ডোদের সরিয়ে বিশ্বের ধনী ফুটবলারদের তালিকায় শীর্ষে উঠে এলেন এমবাপে। ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রকাশিত ধনী ফুটবলারদের নয়া তালিকায় শীর্ষে ২০১৮ সালে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী বর্তমানে প্যারিস সাঁজার (পিএসজির) হয়ে খেলা কিলিয়ান এমবাপে। ২০২২ সালে পিএসজির সঙ্গে নয়া চুক্তি হয়েছে এমবাপের। সেই বিপুল অঙ্কের চুক্তির জেরেই এবার ধনী ফুটবলারদের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন এমবাপে।

গত আট বছর ধরে এই তালিকার শীর্ষস্থান নিজেদের দখলে রেখেছিলেন মেসি এবং রোনাল্ডো। এবার তাদের সেই জায়গা হারাতে হয়েছে। এমবাপের সতীর্থ মেসি এবং ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ২০২২-২৩ মরশুমে কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন ডলার রোজগার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সেটা হলেও তারা দুজনেই এমবাপের পিছনে থাকছেন। উল্লেখ্য মেসি এবং রোনাল্ডো দুজনেই প্রথমবার তাদের ৩০ বছর বয়সে এই ১০০ মিলিয়ন ডলার রোজগার করেছিলেন। তবে এমবাপে মাত্র ২৩ বছর বয়সেই সেটা করে দেখালেন। ২০২২-২৩ মরশুমে প্রায় ১২০ মিলিয়ন ডলার রোজগারের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন লিও মেসি। সম্ভাব্য ১০০ মিলিয়ন ডলার রোজগার নিয়ে তিনে রয়েছেন রোনাল্ডো। ৮৭ মিলিয়ন ডলার রোজগার করে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন নেমার। ৫৩ মিলিয়ন ডলার রোজগার করে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন মহম্মদ সালাহ।

৮৮ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার বাস্কেটবল বিশ্বকাপের টিকিট পেল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২২ সালের ১৬ অক্টোবর ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনটিকে ভারতীয় ক্রীড়ার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে দিলেন ভারতের বাস্কেটবলাররা। ভারতীয় বাস্কেটবলের ইতিহাসে জুনিয়র বা সিনিয়র পর্যায় মিলিয়ে এই প্রথমবার কোনও দল বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল জাতীয় দল।

সবেমাত্র শেষ হয়েছে ফিফা আয়োজিত ৩৩ অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়া কাপের আসর। সেখানেই ফাইনালে উঠেছিল ভারত। যদিও ফাইনালে শেষরক্ষা হয়নি। ফাইনাল হেরে রুপো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাদের। তবে এর মধ্যে দিয়েই বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। আর এর মাধ্যমেই তারা গড়ে ফেলেছেন নয়া নজির। প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে বাস্কেটবলের বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট নিশ্চিত করেছেন তারা। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে চার সদস্যের ভারতীয় দল দেশকে রুপো এনে দেওয়ার পাশাপাশি সামনের বছর বিশ্বকাপের ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছেন। ভারতীয় বাস্কেটবলের ৮৮ বছরের ইতিহাসে যা ঘটেনি, এদিন সেই ঘটনাই ঘটিয়ে দেখিয়েছেন ছোটোরা। রুপোজয়ী দলের সদস্যরা হলেন হর্ষ ডাগর, জয়দীপ রাঠৌর, কুশল সিং এবং লোকেন্দ্র সিং। উল্লেখ্য, নয়ডার বাস্কেটবল অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেন এই চার হুপস্টার। প্রসঙ্গত দোহাতে কয়েকমাস আগে যে ভারতীয় ১২ সদস্যের বাস্কেটবল দল অনূর্ধ্ব-১৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের যোগ্যতা অল্পের জন্য অর্জন করতে পারেনি এই চারজন সেই দলেরও সদস্য ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ভারত টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে তৃতীয় বাছাই উজবেকিস্তান দলকে উড়িয়ে দিয়েছিল ২১-৭ ফলে। ২০১৮ সালের চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ড দলকে তারা হারায় ২১-১১ ফলে। পুল-বি'তে শীর্ষে শেষ করে ভারত। ১০ মিনিটের ম্যাচে মাত্র ৫ মিনিট সময় তারা ব্যয় করে উজবেকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড দলকে হারাতে। কোয়ার্টার ফাইনালে জর্ডনকে তারা হারায় ২১-৯ ফলে। সেমিফাইনালে তারা ২১-২০ ফলে হারায় চাইনিজ তাইপেকে। ফাইনালে অবশ্য ১৭-২১ ফলে তাদের হারতে হয় জাপানের কাছে। এই সাফল্যের কথা মাথায় রেখে বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট কে গোবিন্দরাজ প্রত্যেক তারকার জন্য ১ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

সন্তোষ ট্রফি এবার সৌদি আরবে!

কল্যাণ চৌবের বড় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিদেশের মাটিতে বসতে চলেছে সন্তোষ ট্রফি। ফলে বলা যেতেই পারে সন্তোষ ট্রফি হতে পারে সৌদি আরবে। বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের দাম্মামে মউ চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে এআইএফএফ ও সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশের সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশনের মৌ স্বাক্ষরের পরেই সন্তোষ ট্রফির আয়োজন নিয়ে এমন খবর পাওয়া গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে সন্তোষ ট্রফির ফাইনাল পর্বের ম্যাচ সৌদি আরবে আয়োজিত হতে পারে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে এমনটাই জানিয়েছেন।

সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার তরফ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের কয়েকটি শহরে সন্তোষ ট্রফির নক আউট পর্ব খেলা হবে। এর ফলে রাজ্য স্তরের প্লেয়াররা বড় স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে বলেছেন,'এটা একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ভারতীয় ফুটবলের জন্য নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য।' এই চুক্তির সময়ে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবে ও ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল শাজি প্রভাকরণ। সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশনের তরফে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ইয়াসের আল-মিশাল ও সচিব ইব্রাহিম আল কাসিম। এই ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে সন্তোষ ট্রফির নক আউট পর্ব হবে সৌদি আরবের মাটিতে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে হবে সন্তোষ ট্রফি। সন্তোষের ফাইনাল পর্বে মোট ১২টি দল খেলবে। সার্ভিসেস, রেলওয়েজ এবং ১০টি রাজ্য খেলবে এই পর্বে। নতুন এই মউ চুক্তির ফলে দুই দেশের মধ্যে ফুটবল নিয়ে যেমন মতের আদানপ্রদান হবে তেমনই প্রযুক্তিগত সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। ১৯৪১ সালে শুরু হয়েছিল সন্তোষ ট্রফি। এর আগে কখনও বিদেশের মাটিতে এই প্রতিযোগিতা খেলা হয়নি। কল্যাণ বলেন, 'সন্তোষ ট্রফির সেই জৌলুস এখন আর নেই। অন্য প্রতিযোগিতাগুলো অনেক বেশি প্রচার পায়। বিদেশের মাটিতে এই প্রতিযোগিতা হলে খেলোয়াড়রা অনেক বেশি অনুপ্রেরণা হবে।'

বিশ্বরেকর্ড ডি'ককের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে মনোরঞ্জনের অভাব ছিল না এতটুকু। নাটকীয় ম্যাচে জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে দুর্ভাগ্য তাড়া করে প্রোটিয়াদের। ফলে নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হয় তাদের। কিছুটা পরিকল্পনামাফিকই পরাজয় এড়িয়ে সুপার টুয়েলভের প্রথম ম্যাচ থেকে পয়েন্ট কুড়িয়ে নেয় জিম্বাবোয়ে। হোবার্টে বৃষ্টির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম জিম্বাবোয়ে ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরিতে। প্রাথমিকভাবে ৯ ওভার প্রতি ইনিংসের ম্যাচ খেলা হবে বলে জানানো হয়। জিম্বাবোয়ে টস জিতে শুরুতে ব্যাট করতে নামে। তারা ৯ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৭৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ওভারেই ২৩ রান সংগ্রহ করে নেয়। চাতারার ওভারের প্রথম ৫টি বলে ৪টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন ডি'কক। শেষ বলে ১ রান নেন তিনি। সেই সুবাদে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়েন কুইন্টন ডি'কক। কোনও আন্তর্জাতিক টি-২০ ইনিংসের প্রথম ওভারে এটিই সব থেকে বেশি রানের রেকর্ড।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোহলি আগুন শচীনের রেকর্ড ভেঙে নয়া নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি রবিবার এমসিজি গ্রাউন্ডে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৮২ রানের দুরন্ত ম্যাচ-জয়ী ইনিংস খেলেছেন। ভারতকে জিতিয়ে কোহলি ম্যাচের সেরার পুরস্কারও পান। পাশাপাশি তিনি কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান শচীন তেন্ডুলকরের একটি বড় রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

তারকা ব্যাটসম্যান কোহলি এখন আইসিসি-র কোনও টুর্নামেন্ট ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৫০ বা তার বেশি রান করা ব্যাটসম্যান হয়েছেন। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচে ৫৩ বলে ৮২ করে শচীনকে টপকে যান বিরাট। গড়েন নতুন রেকর্ড। বিশ্বকাপে কোহলি এখন ৫০ বা তার বেশি রান করেছেন মোট ২৪ বার। তার আগে শচীন তেন্ডুলকর ২৩ বার এই কীর্তি গড়েছিলেন। আইসিসি টুর্নামেন্টে তেন্ডুলকরের নামে ৭টি সেঞ্চুরি এবং ১৬টি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে, যেখানে কিং কোহলির নামে ২টি সেঞ্চুরি এবং ২২টি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে। যদিও কোহলি ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি উভয় ক্ষেত্রেই এই রান করেছেন, তবে তেন্ডুলকরের পরিসংখ্যান শুধুমাত্র ওয়ানডে-তে। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা এখনও পর্যন্ত ২২ বার আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতের হয়ে ৫০ বা তার বেশি রান করেছেন।

কোহলি আইসিসি টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে সচিন তেন্ডুলকরকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ সেরার পুরস্কারের হাত ধরেও শচীনকে ছাপিয়ে গিয়েছেন কোহলি। এটি ছিল আইসিসি টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রাক্তন অধিনায়ক কোহলির চতুর্থ প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার, যেখানে শচীন তাঁর ক্যারিয়ারে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাত্র তিন বার এই পুরস্কার জিতেছেন।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে এখন বিশ্বের সর্বোচ্চ রান বিরাট কোহলির। সতীর্থ রোহিত শর্মার সিংহাসন কেড়ে নিলেন কিং কোহলি। ১১০ ম্যাচের পর বিরাটের ঝুলিতে এখন ৩৭৯৪ রান রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রোহিতের ব্যাট থেকে এসেছে ১৪৩ ম্যাচে ৩৭৪১ রান। তিনে নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপ্তিল। তিনি ১২২ ম্যাচে ৩৫৩১ রান করেছেন। চারে রয়েছেন পাক ক্যাপ্টেন বাবর আজম। ৯৩ ম্যাচে ৩২৩১ রান করেন পাক অধিনায়ক। পাঁচে রয়েছে আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং। ১১৮ ম্যাচে ৩১১৯ রান তাঁর।

ফ্রি-হিটে বোল্ড হয়েও রান! আইসিসির নিয়ম কী

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'ওটা ডেড বল ছিল'— ভারতের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হারের এমনই দাবি করলেন পাকিস্তানের নেটিজেনদের একাংশ। যদিও আইসিসির নিয়ম থেকে স্পষ্ট যে আম্পায়াররা কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেননি। শুধু তাই নয়, দিনকয়েক আগেই অস্ট্রেলিয়ায় একই কাণ্ড হয়েছিল। তাতে ফ্রি-হিটে বোল্ড হয়েও চার মিলেছিল।

ফ্রি-হিটে যদিও বল স্টাম্পে লাগে, তাহলে কী হবে, তা নিয়ে সরাসরি আইসিসির নিয়মে বলা নেই। তবে ফ্রি-হিট এবং ডেড বলের নিয়ম দেখলেই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমত, আইসিসির ২১.১৯.২ ধারা অনুযায়ী, নো বলে কোনও ব্যাটার যেভাবে আউট হতে পারেন, শুধুমাত্র সেভাবেই ফ্রি-হিটে কোনও ব্যাটার আউট হতে পারেন। (অর্থাৎ শুধুমাত্র রান-আউট হতে পারেন)। দ্বিতীয়ত, আইসিসির ২০.১.১.৩ ধারা অনুযায়ী, ব্যাটার আউট হয়ে গেলে ডেড বল ঘোষণা করা হবে। যে মুহূর্তে ব্যাটার আউট হবেন, তখন থেকেই বল ডেড বলে বিবেচিত হবে।

অর্থাৎ আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাটার আউট হলে তবেই সেই ডেড বল বলে হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু ফ্রি-হিটে বোল্ড হওয়ার ঘটনাকে 'আউট' হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। তাই বলটি 'ডেড বল' হওয়ার প্রশ্নই উঠছে না। সেই পরিস্থিতিতে রান নেওয়া ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। বলটা তখনই 'ডেড' হত, যখন বোলার বা উইকেটকিপারের হাতে এসে পৌঁছাত (আইসিসির ২০.১.১.৩ ধারা অনুযায়ী,যখন উইকেটকিপার বা বোলারের হাতে এসে পৌঁছায় বল, তখন সেটি ডেড হয়)।

রবিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য শেষ ওভারে ১৬ রান দরকার ছিল ভারতের। চতুর্থ বলটি উচ্চতার কারণে নো বল হয়। স্বভাবতই পরের বলটি ফ্রি-হিট দেওয়া হয়। কিন্তু ফ্রি-হিটে বোল্ড হয়ে যান বিরাট কোহলি। দৌড়ে তিন রান নিয়ে নেন বিরাট এবং দীনেশ কার্তিক। তা নিয়েই তুমুল প্রতিবাদ শুরু করেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একই দাবি করতে থাকেন পাকিস্তানের নেটিজেনরাও। তাঁরা দাবি করতে থাকেন, 'নো বল ছিল না', 'স্টাম্পে বল লাগলে ডেড বল হয়ে যায়'। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন পাকিস্তানিরা। যদিও পালটা ভারতীয় নেটিজেনরা খোঁচা দেন, 'কান্নাকাটি বন্ধ কর।'

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 7 Issue:48, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111